অষ্টম অধ্যায়
শিল্প

[২০১২-১৩ অর্থবছরে শিল্প খাতের অবদান ৩১.৯৮ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে (বিবিএস, সাময়িক হিসাব)। ২০১১-১২ অর্থবছরে স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদে জিডিপি বৃহৎ খাতসমূহের মধ্যে শিল্প খাতের অবদান ছিল ৩১.১৩ শতাংশ। খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ-এ চারটি খাতের সমন্বয়ে শিল্পখাত গড়ে উঠেছে। এ সকল খাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ১৯.৫৪ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। শিল্পায়ন উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এজন্য সরকার শিল্পায়নকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করছে এবং উপযোগী সব ধরণের শিল্পের পরিবেশ বান্ধব বিকাশ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। একই সাথে দেশের সব ধরণের শিল্পখাত যথা উৎপাদন শিল্প, জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য জ্বালানি শিল্প, কৃষি ও বনজ শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পর্যটন ও সেবা শিল্প, নির্মাণ শিল্প, তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পসহ উপযোগী সব ধরণের শিল্পের পরিবেশ-বান্ধব বিকাশ ও উন্নয়নকল্পে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে ''শিল্পনীতি ২০১০'' নামে একটি যুগোপযোগী শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে - উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ। এ উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিল্পনীতিতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে জমি ও অর্থায়ন এবং ব্যবসায় সহায়তামূলক সেবা লাভের ক্ষেত্রে নারীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ শিল্পনীতিতে বিধৃত হয়েছে। মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য ইপিজেডসমূহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্পখাত বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ, রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাট ও পাট শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষক ও শ্রমিকের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে সরকার বন্ধ পাটকল পুনরায় চালু করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে খুলনার পিপলস জুট মিল লিমিটেড, খালিশপুর জুট মিল লিমিটেড নামে এবং সিরাজগঞ্জের কওমী জুট মিল লিমিটেড, জাতীয় জুট মিল লিমিটেড নামে চালু করা হয়েছে।]

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। দেশজ উৎপাদে (জিডিপি) অর্থনীতির এ গুরুত্বপূর্ণ খাতের অবদান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ৩১.১৩ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ খাতের অবদান ৩১.৯৮ শতাংশ বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে (বিবিএস, সাময়িক হিসাব)। দেশের জাতীয় আয়ে অবদান রাখে এরূপ ১৫টি খাতের মধ্যে চারটি খাতের (খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ) সমন্বয়ে শিল্পখাত গড়ে উঠেছে। চারটি খাতের মধ্যে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ১৯.৫৪ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা গত অর্থ বছরের (১৮.৯৬ শতাংশ) চেয়ে ০.৫৮ শতাংশ বেশি । ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৯.৩৪ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের (৯.৩৭ শতাংশ) চেয়ে ০.০৩ শতাংশ কম। সারণি ৮.১ এ জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত অবদান ও অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছেঃ

সারণি ৮.১: জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার
(১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

শিল্প	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩ (সাময়িক)
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১২৪০৮.৫ (৭.৯৩)	১৩৫৫১.৫ (৯.২১)	১৪৮৬৫.১ (৯.৬৯)	১৫৯২০.০ (৭.১০)	১৭০১৮.৯ (৬.৯০)	১৮৩৪০.৯ (৭.৭৭)	১৯৪১১.৯ (৫.৮৪)	২০৬৬৪.৭ (৬.৪৫)	২২০৬১.৯ (৬.৭৬)
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প	২৯৮৬০.৫ (৮.৩০)	৩৩২৬৮.২ (১১.৪১)	৩৬৫০৭.১ (৯.৭৪)	৩৯১৫৭.২ (৭.২৬)	৪১৭৩৫.০ (৬.৫৮)	৪৪২২৯.৮ (৫.৯৮)	৪৯০৬৯.৯ (১০.৯৪)	৫৪২৩২.৩ (১০.৫২)	৫৯৮৩০.৬ (১০.৩২)
মোট	৪২২৬৯.০ (৮.১৯)	৪৬৮১৯.৭ (১০.৭৭)	৫১৩৭২.২ (৯.৭২)	৫৫০৭৭.২ (৭.২১)	৫৮৭৫৩.৯ (৬.৬৮)	৬২৫৭০.৭ (৬.৫০)	৬৮৪৮১.৮ (৯.৪৫)	৭৪৮৯৭.০ (৯.৩৭)	৮১৮৯২.৫ (৯.৩৪)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার।

শিল্প নীতি

অর্থনীতির আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত রূপান্তর, অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈচিত্রায়ন, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, ত্বরিৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি হচ্ছে শিল্প উন্নয়নের প্রত্যক্ষ সুফল। শিল্পায়ন বা শিল্প খাতকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করে দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে যুগোপযোগী শিল্পনীতি ঘোষণা বর্তমান সরকারের একটি অঙ্গীকার ছিল। এ প্রেক্ষিতে ২০১১ সালে ''শিল্প নীতি ২০১০'' ঘোষণা করা হয়। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে এ নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিল্পনীতিতে যথাযথ কৌশলাদি (Strategies) বর্ণিত হয়েছে। শিল্পনীতি বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ এবং ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

শিল্পনীতি ছাড়াও "ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাঃ ২০১১-২০১৫" এবং "Outline Perspective Plan of Bangladesh (2010-2021) : Making Vision 2021 a Reality" প্রভৃতি দলিলে সমৃদ্ধ ও আধুনিক শিল্পখাত গড়ে তোলার মাধ্যমে বেকারত্ব, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য পীড়িত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা বিধৃত রয়েছ। এ লক্ষ্যে এ সকল দলিলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করার বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

দেশের সম্ভাবনাময় জনসম্পদকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের ক্ষেত্রে চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার চ্যালেঞ্জ একটি সম্ভাবনাপূর্ণ বিরল সুযোগ (Opportunity) এনে দিয়েছে। এ লক্ষ্যে শিল্পনীতি বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ এবং ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

মাঝারি থেকে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের উৎপাদন সূচক

উৎপাদনসূচক (Quantum Index of Production) ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পণ্য উৎপাদন পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত অনুযায়ী ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরের ভিত্তিতে মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনসূচক ২০০২-০৩ অর্থ বছরে ২৫৪.৪৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৪১৩.৪২ দাঁড়ায়। ২০১০-১১ অর্থ বছরে গড় সূচক দাঁড়ায় ৫৮০.২৪। ২০১২-১৩ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক দাঁড়িয়েছে ৬১২.৫১।

সারণি ৮.২-এ ২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১২ পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক দেখানো হয়েছে।

সারণি ৮.২: ২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক (১৯৮৮-৮৯=১০০)

মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩* (সাময়িক)
	৩২৮.৩৫	৩৬০.৩৩	৩৮৬.৪৮	৪১৩.৪২	৪৪২.১২	৫৮০.২৪	৫৭০.৪৪	৬১২.৫১

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো/বাংলাদেশ ব্যাংক। * জানুয়ারি, ২০১৩।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises-SMEs)

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে (Small and Medium Enterprises-SMEs) নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাত প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। এ সব সম্ভাবনাকে সামনে রেখে স্বল্প আয়ের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য লাঘবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০১২-২০১৩ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল, আইডিএ (ইজিবিএমপি) তহবিল, এডিবি তহবিল-১, এডিবি তহবিল-২, জাইকা তহবিল এবং নারী উদ্যোক্তা তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা চালু করেছে। তবে, সেপ্টেম্বর ২০০৯-তে আইডিএ তহবিল এবং জুন ২০১১-তে এডিবি-১ তহবিল শেষ হয়ে যাওয়ায় এ তহবিল হতে বিতরণ বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এসএমই অর্থায়ন ও উন্নয়নে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। দেশে কার্যরত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০১২-১৩ (ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত) অর্থবছরে ২,১২,৪০২ টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ৩৭,৪৯৭.৭১ কোটি টাকার এসএমই ঋণ বিতরণ করেছে। অন্যদিকে নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ২০১২-১৩ (ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত) অর্থবছরে ১৭,৩৬২ টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ৯৯৯.৭২ কোটি টাকার এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়।

এসএমই খাতের উন্নয়নে ২০১২-১৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল, এডিবি তহবিল, ইজিবিএমপি তহবিল প্রভৃতি থেকে নারী উদ্যোক্তাদেরকে অর্থায়নের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনঃঅর্থায়ন করা হচ্ছে।
- কটেজ ও মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ এবং ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক এসএমই ঋণ প্রাপ্তির সুবিধার্থে নারী উদ্যোক্তাদের গ্রুপভিত্তিতে এসএমই ঋণ প্রদানের নীতিমালা জারী করা হয়েছে।
- প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ও শাখা পর্যায়ে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আবশ্যিকভাবে "উইমেন এন্ট্রিপ্রেনিয়র ডেডিকেটেড ডেস্ক" খোলা হয়েছে।
- পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা "নারী শিল্প উদ্যোক্তা" হলে বা ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উদ্যোক্তা নারী হলে সে সকল প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তাকে সংশ্লিষ্ট Enterprise/Venture সংশ্লিষ্ট সম্পদ (যন্ত্রপাতি বা ব্যবসায়ে সংরক্ষিত দ্রব্যাদি/কাঁচামাল ইত্যাদি) ও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জামানত এর বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের বিষয়টি ব্যাংক/নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিবেচনা করতে পারে।

- সারাদেশে নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত ক্লাস্টার চিহ্নিত করে সেসব ক্লাস্টারে অর্থায়ন ও উন্নয়নের জন্য এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের পক্ষ থেকে সরেজমিনে গমন করে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপঃ জামালপুরের নকশীকাঁথা, মনিপুরী তাঁত, সিরাজগঞ্জের তাঁত, রাঙ্গামাটির তাঁত, মুন্সীগঞ্জের বাঁশবেত প্রভৃতি ক্লাস্টার উল্লেখযোগ্য।
- মহিলাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে অর্থায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে ওয়েব মার্কেটিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- নিজ গৃহে বসে নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে এসএমই উদ্যোগ নিচ্ছে যা শিল্প ও সেবা খাতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে ত্বরান্বিত করছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের হ্রাসকৃত সুদহার, ১০% (ব্যাংক রেট+৫%)-এ এসএমই ঋণ প্রদানের নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পুনঃঅর্থায়ন স্কীমসমূহের সমূদয় অর্থের ন্যূনতম ১৫% মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
- ২০১২ সালে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ৪,৬২,৫১৩ জন এসএমই উদ্যোক্তার অনুকূলে সর্বমোট ৬৯,৭৫৩.৩২ কোটি টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এসএমই উদ্যোক্তাদের অনুকূলে এসএমই ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২৯.৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত ৭,০৪৯ জন নারী উদ্যোক্তার অনুকূলে ৫১৪.৫১ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে, যা মোট পুনঃঅর্থায়নের ১৫.৯৫ শতাংশ।
- ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ৫১৪.৫১ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ ৬২.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০১২ সালে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নারী উদ্যোক্তার অনুকূলে সর্বমোট ২,২৪৪.০১ কোটি টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় নারী উদ্যোক্তার অনুকূলে এসএমই ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৯.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- অধিকহারে নারীদের ব্যবসা তথা উৎপাদনমূখী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর সহযোগিতায় নারীদের ব্যবসায়ীক প্রশিক্ষণ প্রদান ও নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।
- সকল ব্যাংক, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ ব্যাংক এর অংশগ্রহণে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সমাবেশ, মতবিনিময় অনুষ্ঠান, প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাছাড়া, ৫০০ কর্মকর্তাকে নারীবান্ধব এসএমই কার্যক্রম বিষয়সহ এসএমই বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- নারী উদ্যোক্তা সংগঠন, এফবিসিসিআই, ডিসিসিআই, এসএমই ফাউন্ডেশন, নাসিব প্রভৃতি সংগঠনের সাথে নারী উদ্যোক্তাদের বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।
- আইএফসি-এর সহায়তায় এসএমই সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত ও সদা হালনাগাদ করার লক্ষ্যে " এসএমই মার্কেট সেগমেন্টেশন ডাটাবেস" নামে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি নতুন রিপোটিং সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে।
- সম্প্রতি জাইকা বাংলাদেশের অর্থায়নে সারাদেশে ৫০০ জন উদ্যোক্তাকে এসএমই উদ্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যেখানে উদ্যোক্তা নির্বাচনে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়।
- শিল্পনীতি, ২০১০ এর আলোকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে ভূমি ও ইমারতের ব্যয় ব্যতীত রিপ্লেসমেন্ট ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের মোট মূল্য কিংবা কর্মরত জনবলের সংখ্যার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে বৃহৎ পরিসরে শিল্প উদ্যোগকে অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে প্রথমবারের মত কটেজ ও মাইক্রো এন্টারপ্রাইজকেও এসএমই অর্থায়নের আওতায় আনা হয়েছে।

(২) পুনঃঅর্থায়ন স্কীম (Refinancing Scheme)

ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নিয়মিত এসএমই ঋণ বিতরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি তহবিল ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরবরাহ করছে। বর্তমানে এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী (এডিবি, জাইকা) এর সহায়তায় এবং নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত পুন:অর্থায়ন তহবিলগুলোর সার্বিক অবস্থা ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত সারণি-৮.৩-এ দেখানো হলো :

সারণি-৮.৩: এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত বিভিন্ন তহবিলের মাধ্যমে পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থের বিবরণী*

(কোটি টাকা)

তহবিলের নাম	বাজেট/তহবিল	পুনঃ অর্থায়নের পরিমাণ	এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা	মন্তব্য
বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল	৬০০ কোটি টাকা	১,৫৫২৯.৮	১২১১৩	চলমান
ইজিবিএমপি (আইডিএ) তহবিল	১১৬ কোটি টাকা	৩১২.৬১	৩,১৬০	পুনঃঅর্থায়ন বন্ধ
এডিবি-১ তহবিল	২০২ কোটি টাকা	৩৩৪.৯৪	৩,২৬৪	পুনঃঅর্থায়ন বন্ধ
এডিবি-২ তহবিল	৭০০ কোটি টাকা	৫৩৫.৮৬	১০৭৮৪	চলমান
জাইকা তহবিল	৪১৫ কোটি টাকা	২৫.১৬	৩৮	চলমান
নারী উদ্যোক্তা	বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল	৫১৫.৬২	৭০৭৪	চলমান
	এডিবি-২ তহবিল	৪.৮৯	৫০	চলমান
	মোট নারী উদ্যোক্তা	৫২০.৫১	৭১২৪	চলমান
সর্বমোট		২৮৮৮.৮৮	৩৬৪৮৩	

*(ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত)

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

উল্লিখিত তহবিলগুলোর আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে পুনঃঅর্থায়ন এর বিবরণ সারণি ৮.৩.১-এ দেখানো হলো।

সারণি ৮.৩.১: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে পুনঃঅর্থায়ন এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ (ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত)

ক্র. নং	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ক)	বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল*	৩৪৬.১৫	৫৭৪	২৩৯.৬৫	১১৫৯.৮	৪৪৫৬	৫৮৯৮	১৭৫৯	১২১১৩
খ)	আইডিএ তহবিল	৮০.৩৪	১৩২.৪৭	৯৯.৮	৩১২.৬১	১৩৬৮	১৩০৬	৪৮৬	৩১৬০
গ)	এডিবি তহবিল-১	১৪৪.৪৮	১৩২.২৭	৫৮.১৯	৩৩৪.৯৪	৮০০	২০৯৬	৩৬৮	৩২৬৪
ঘ)	এডিবি তহবিল-২	-	৪১৭.৫২	১১৮.৩৪	৫৩৫.৮৬	২৬৪৩	৬৩৭৭	১৭৬৪	১০৭৮৪
ঙ)	জাইকা তহবিল	১৭.৫২	৭.৩১	০.৩৩	২৫.১৬	১৯	১৮	১	৩৮
চ)	নারী উদ্যোক্তা	৯০.৪	৩০০.৮	১২৯.৩	৫২০.৫১	২৫৫১	৩৫৬২	১০১১	৭১২৪
	মোট	৬৭৮.৮৯	১৫৬৪.৩৭	৬৪৫.৬১	২৮৮৮.৮৮	১১৮৩৭	১৯২৫৭	৫৩৮৯	৩৬৪৮৩

* নারী উদ্যোক্তাসহ

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

ক) বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিলঃ

উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কর্মকান্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এসএমই খাতে পুন:অর্থায়নের জন্য গঠিত তহবিল ১০০ কোটি টাকা থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে বৃদ্ধি করে ৬০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত এ তহবিল হতে ২০টি ব্যাংক ও ২২টি নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ১২১১৩টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ১১৫৯.৮ কোটি টাকা পুন:অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে (সারণী-৮.৩.২)।

সারণি ৮.৩.২: বাংলাদেশ ব্যাংক এর তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (২০)	৩১০.৬৮	২৭৮.৪৮	৭০.১	৬৫৯.২৬	২৬৭২	৩৯৩৭	৮১৮	৭৪২৭
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২২)	৩৫.৪৭	২৯৫.৫২	১৬৯.৫৫	৫০০.৫৪	১৭৮৪	১৯৬১	৯৪১	৪৬৮৬
সর্বমোট	৩৪৬.১৫	৫৭৪	২৩৯.৬৫	১১৫৯.৮	৪৪৫৬	৫৮৯৮	১৭৫৯	১২১১৩

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

খ) নারী উদ্যোক্তাদের পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ:

বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল এবং এডিবি-২ তহবিল হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত এসএমই খাতে ৭১২৪ জন নারী উদ্যোক্তাকে মোট ৫২০.৫১ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে (সারণি-৮.৩.৩)।

সারণি-৮.৩.৩: নারী উদ্যোক্তাদের পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
এডিবি- ১ তহবিল থেকে মহিলা উদ্যোক্তদের পুনঃঅর্থায়নের বিবরণঃ								
ব্যাংক (২২)	৭৩.০১	১৯৬.৫৯	৬৬.৫৯	৩৩৬.২০	১৬০৩	২৭৫৯	৭০৩	৫০৬৫
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২০)	১৭.৩৯	১০১.৭৭	৬০.২৬	১৭৯.৪২	৯৩১	৭৮৯	২৮৯	২০০৯
এডিবি-২ তহবিল থেকে মহিলা উদ্যোক্তদের পুনঃঅর্থায়নের বিবরণঃ								
ব্যাংক (৬), আর্থিক প্রতিষ্ঠান (৫)	-	২.৪৪	২.৪৫	৪.৮৯	১৭	১৪	১৯	৫০
সর্বমোট	৯০.৪	৩০০.৮	১২৯.৩	৫২০.৫১	২৫৫১	৩৫৬২	১০১১	৭১২৪

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

গ) ইজিবিএমপি তহবিল (আইডিএ ফান্ড)

২০০৪ সালে Enterprises Growth and Bank Modernization Programme (EGBMP)-এর আওতায় বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য ১০(দশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশ সরকারের সরবরাহকৃত ১০(দশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহযোগে এ তহবিল গঠন করা হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত এ তহবিল হতে ১৭টি ব্যাংক ও ১৫টি নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ৩১৬০টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ৩১২.৬১ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে (সারণি-৮.৩.৪)। এ তহবিল হতে বিতরণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে ।

সারণি-৮.৩.৪: আইডিএ ক্রেডিট ফান্ড থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (১৭)	৭৩.০৭	৭৫.৭৩	২৮.৫১	১৭৭.৩১	৯৭৩	১১৬৭	৭৯	২২১৯
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১৫)	৭.২৬	৫৬.৭৪	৭১.৩০	১৩৫.৩০	৩৯৫	১৩৯	৪০৭	৯৪১
সর্বমোট	৮০.৩৪	১৩২.৪৭	৯৯.৮০	৩১২.৬১	১৩৬৮	১৩০৬	৪৮৬	৩১৬০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

ঘ) এডিবি-১ তহবিল

এসএমই খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) ২০০৫ সালে ৩০(ত্রিশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে এবং ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় এসএমই খাতে ১৩টি ব্যাংক ও ১৫টি নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ৩২৬৪টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ৩৩৪.৯৪ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে (সারণি-৮.৩.৫)। এখানে উল্লেখ্য যে, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর, ২০০৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। ফলে বর্তমানে এডিবি তহবিল-১ হতে আর কোন পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে না।

সারণি-৮.৩.৫: এডিবি -১* তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (৯)	১৪৪.৩২	৯০.৯৫	৩৪.১৭	২৬৯.৪৪	৬৫৭	১৮৯৩	১৫৫	২৭০৫
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (৭)	০.১৬	৪১.৩২	২৪.০২	৬৫.৫০	১৪৩	২০৩	২১৩	৫৫৯
সর্বমোট	১৪৪.৪৮	১৩২.২৭	৫৮.১৯	৩৩৪.৯৪	৮০০	২০৯৬	৩৬৮	৩২৬৪

*বর্তমানে এ তহবিল হতে কোন পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে না। উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

ঙ) এডিবি-২ তহবিল

এডিবি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ২০০৯ সালে ৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় । বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে ফেব্রুয়ারি, ২০১০ এ প্রশাসনিক চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে অদ্যাবধি ২০টি ব্যাংক ও ১৪টি নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে । ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত এ তহবিলের আওতায় এসএমই খাতে ১৯টি ব্যাংক ও ১২টি নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ১০৭৮৪টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ৫৩৫.৮৬ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে (সারণি-৮.৩.৬)।

সারণি-৮.৩.৬: এডিবি-২ তহবিলথেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ (নারী উদ্যোক্তাদের পুনঃঅর্থায়ন ব্যতীত)

	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (১৯)	-	২২৯.৭২	৬০.০৭	২৮৯.৭৯	১৫৪৯	৪৫০৯	৮৮৬	৬৯৪৪
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১২)	-	১৮৭.৮	৫৮.২৭	২৪৬.০৭	১০৯৪	১৮৬৮	৮৭৮	৩৮৪০
সর্বমোট	-	৪১৭.৫২	১১৮.৩৪	৫৩৫.৮৬	২৬৪৩	৬৩৭৭	১৭৬৪	১০৭৮৪

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

চ) জাইকা তহবিল

বাংলাদেশ সরকার ও জাইকা, জাপান-এর মধ্যে এসএমই উন্নয়ন ও এর অর্থায়ন প্রসারে ১৮মে, ২০১১ তারিখে কারিগরি সহায়তা সহ ৫০০০ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন এর একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত ঋণ চুক্তি মোতাবেক বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক "ফিনান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দা ডেভেলপমেন্ট অব স্মল এন্ড মিডিয়াম-সাইজড এন্টারপ্রাইজ (এফএসপিডিএসএমই)-বিডি-পি ৬৭" প্রকল্পের দ্বি-ধাপ তহবিল (৪,৭৮৭.৫ মিলিয়ন ইয়েন) বাস্তবায়ন করছে এবং অদ্যাবধি ২১টি ব্যাংক ও ১৮টি নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে । ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত এ তহবিলের আওতায় এসএমই খাতে ৩৮টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ২৫.১৬ কোটি টাকা পুন:অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে (সারণি-৮.৩.৭)।

সারণি-৮.৩.৭: জাইকা তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (৫)+ আর্থিক প্রতিষ্ঠান (৭)	১৭.৫২	৭.৩১	০.৩৩	২৫.১৬	১৯	১৮	১	৩৮

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

উল্লেখ্য উপরের সবগুলো তহবিলই ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ অর্থায়নের জন্য উপরোল্লিখিত ৫টি স্কিমের আওতায় বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৬১৮৬৬টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় মোট ৫২৯০.০২ কোটি টাকা পুন:অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়

উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। এজন্য সরকার শিল্পকে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বর্তমান বিবেচনা করছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২৯টি প্রকল্পের (২৫টি বিনিয়োগ ও ৪টি কারিগরি সহায়তা) অনুকূলে প্রাক্কলিত বরাদ্দ রয়েছে মোট ১৭২৩২২.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ৪০২৯৮.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ১৩২০২৪.০০ লক্ষ টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৪৩০১০.৭৬ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে জিওবি ১০৮৮৯.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৩২১২১.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩৭০৪৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪৮৪৯.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৩২১৯১.০০ লক্ষ টাকা) যা মোট

বরাদ্দের ২১.৫০ শতাংশ ও মোট অবমুক্তির ২৪.৯৬ শতাংশ। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ৪টি করপোরেশন, ৬টি ডিপার্টমেন্ট ও ১টি বোর্ড রয়েছে। এসব সংস্থা/দপ্তরসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হ'লঃ

১. বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ৮টি সারকারখানা, ১টি পেপার মিল, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশিট ফ্যাক্টরী, ১টি ইন্স্যুলেটর এবং স্যানিটারীওয়্যার কারখানা, ১টি হার্ডবোর্ড মিল সহ মোট ১৩টি মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বিসিআইসি'র ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। সংস্থাধীন কারখানাসমূহের উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে ৮০ শতাংশ সার যার মধ্যে ৭০ শতাংশ ইউরিয়া সার ও ১০ শতাংশ অন্যান্য সার। বর্তমানে বিসিআইসি'র সাথে যৌথ উদ্যোগে ৯ (নয়) টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। কারখানাগুলোর স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল শেষ হওয়া এবং সারকারখানাগুলোতে গ্যাসের চাপ কম থাকায় উৎপাদন সীমিত রাখতে ২০১২-১৩ অর্থ বছরের গত ৭ মাসে বিসিআইসি'র ১৩টি কারখানায় ১৪১২.৭৪ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ১৪১৪.২১ কোটি টাকার পণ্য। একই সময়ে সংস্থার কারখানাসমূহের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ (পূর্ব মজুতসহ) ছিল ১৫০৮.১৬ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০৭ শতাংশ । আলোচ্য সময়ে ২১৭.১৫ (প্রভিশনাল) কোটি টাকা মুনাফা অর্জিত হয় এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রদত্ত রাজস্ব (কর ও শুল্ক) এর অঙ্ক ছিল ৬৬.২০ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সংস্থাধীন কারখানাসমূহে জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত ৬,৯৩,৯৯১ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ৬,৯২৩ মেট্রিক টন টিএসপি, ১০,৭৫৪ মেট্রিক টন ডিএপি, ৮,৩১০ মেট্রিক টন কাগজ, ৪৬,২৫০ মেট্রিক টন সিমেন্ট, ১৩.৮৪ লক্ষ বর্গ মিটার গ্লাস শিট, ৬৯৭ মেট্রিক টন স্যানিটারিওয়্যার এবং ৮৬৪ মেট্রিক টন ইন্স্যুলেটর ও রিফ্রেক্টরিজ উৎপাদিত হয়েছে।

দেশে ইউরিয়া সারের বিদ্যমান ঘাটতি পুরণের লক্ষ্যে ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি পরিসরে বার্ষিক ৫,৮০,৮০০ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি (এসএফসি) স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চীন সরকারের Concessional Loan 1.60 billion RMB Yuan এর সমপরিমান ২৩৫ million US $, চীনা এক্সিম ব্যাংকের Preferential Buyer's Credit 325 million US $ এবং GOB এর 20.19 million US $ সর্বমোট 580.19 million US $ LSTK মূল্যসহ মোট ৫৪০৯.৪৮ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয় সম্বলিত শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্পের (এসএফপি) ডিপিপি গত ০১-১২-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে প্রকল্পের ঋণ চুক্তি এবং প্রকল্পের সাধারণ ঠিকাদারের সাথে বিসিআইসি'র বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের বাণিজ্যিক চুক্তি কার্যকরের ১৬-০৪-২০১২ তারিখ থেকে ৩৮ মাসের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। নভেম্বর ২০১২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১২.৪৭ শতাংশ। উৎপাদন ছাড়াও বিসিআইসি আরও যে সব কার্যক্রম পরিচালনয়া করে থাকে তা নিম্নরুপঃ

ক. আর্থিক সংস্কার/নীতি এবং সুশাসন

বিসিআইসির নিয়ন্ত্রনাধীন কারখানাসমূহের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ''ডেলিগেশন অব পাওয়ার'' অনুযায়ী কারখানাগুলোকে ক্ষমতা দেয়া আছে। আর্থিক বছরের শুরুতেই সকল কারখানার লক্ষ্যমাত্রা ও বাজেট নির্ধারণ করে দেয়া হয় এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্রকৃত অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সারা বছর ধরেই কার্যক্রম মনিটর করা হয়। কারখানার আর্থিক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সরকারি বাণিজ্যিক নিরীক্ষা, বহিঃনিরীক্ষা (চার্টাড একাউন্টেনস) এবং বিসিআইসি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। উৎপাদন ব্যয় কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কাচাঁমালের ব্যবহার, ডাউন টাইম এবং মজুদ মালামালের সঠিক হিসাব নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় পরিহার নিরুৎসাহিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনশক্তি গড়ে তোলার প্রয়োজনে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে দেশের সরকারি/বেসরকারি প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিনিয়ত এবং সময়ে সময়ে বিদেশেও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। ১৯৯৬-৯৭ সাল হতে দেশে ইউরিয়া সারের বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকারী নির্দেশনায় বিসিআইসি'র মাধ্যমে ইউরিয়া সার আমদানির ব্যবস্থা নেয়া হয়। আমদানি কার্যক্রম হতে শুরু করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষকের দোড়গোড়ায় সার পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব

বিসিআইসি'র উপর অর্পিত। প্রতি বছর প্রায় ১৪/১৫ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া সারের আমদানি ও বাফার গুদাম পর্যায়ে বিক্রয় পর্যন্ত সামগ্রিক কার্যক্রম বিসিআইসি'র ব্যবস্থাপনায় সম্পাদিত করা হয়ে থাকে।

খ. দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি

দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিসিআইসি দীর্ঘ দিন ধরে সার উৎপাদনের মাধ্যমে দেশে সারের চাহিদা পূরণ করে আসছে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সিংহ ভাগই কৃষি ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির অংশ হিসাবে সীমিত পরিমাণ জমিতে বর্তমান কৃষি উৎপাদন এবং ভবিষ্যতে উৎপাদন বৃদ্ধির একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে রাসায়নিক সার ব্যবহার যার সরবরাহ বিসিআইসি অত্যান্ত আস্থা এবং সফলতার সাথে নিশ্চিত করে থাকে। বিসিআইসি আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্যে দেশের দরিদ্র কৃষকদের কাছে সুষ্ঠুভাবে সার সরবরাহ করে অধিকতর কৃষিজাত পন্য উৎপাদনের দ্বারা দীর্ঘদিন ধরে পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। বিসিআইসি'র এক একটি প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব এলাকায় কারখানা কেন্দ্রিক কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে মানুষের আয় বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রসার ঘটিয়ে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে এবং ভবিষ্যতে ও তা অব্যাহত থাকবে। উল্লেখ্য শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এসএফপি) স্থাপিত হলে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ১,০০০ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১০,০০০ লোকের কর্মসংস্থান হবে। এছাড়াও চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) চালু হলে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৩০০ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিতে বিশেষ অবদান রাখবে।

গ. তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন

বিসিআইসি এর ওয়েবসাইটে (www.bcic.gov.bd) প্রতিদিন সারের উৎপাদন, আমদানি, বিক্রয়, সরবরাহ এবং মজুদ তথ্যসহ বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিতভাবে আপলোড করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিসিআইসি'র ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন ডাটাবেস এর মাধ্যমে উৎপাদন, বিক্রয়, মজুদ, কাঁচামাল, আমদানী, লাভ-লোকসান,ট্যাক্স ডিউটি, এডিপি এবং এ সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের রিপোর্ট প্রণয়ন করা হচ্ছে। বিসিআইসি ভবনে বিসিআইসি'র সকল বিভাগ/উপ-বিভাগে স্থাপিত কম্পিউটারসমূহকে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) সংযোগ এবং নির্বাহী কার্যালয়ে WIFI নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।

২. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

বাংলাদেশে অকৃষি খাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প । বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) ২০১২-১৩ অর্থবছরে উদ্যোক্তাদেরকে সহায়ক সেবা ও সুযোগ সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে যেসব অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে সংক্ষেপে তা হ'লঃ

ক. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই'১২-জানুয়ারি'১৩ সময়ে দেশে মোট ১,১৭৯টি ক্ষুদ্র শিল্প ও ২,৩৪৫টি কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। আর এসব শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ৪৯৪.৩১ কোটি টাকা। উল্লিখিত বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাংক, বিসিক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত ঋণের অঙ্ক ৮৯.৪৪ কোটি টাকা এবং ১৬৬.৩৬ কোটি টাকা এসেছে উদ্যোক্তাদের ইক্যুইটি হিসেবে আর বাদবাকি ২৩৮.৫১ কোটি টাকা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে মোট ৩২,২৯৮ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে (সারণি ৮.৪)।

সারণি ৮.৪: বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

(কোটি টাকায়)

শিল্পের ধরণ		২০১২-১৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা			২০১২-১৩ অর্থ বছরের জুলাই'১২- জানুয়ারি'১৩ সময়ের অগ্রগতি		
		শিল্প ইউনিট সংখ্যা	মোট বিনিয়োগ	সৃষ্ট কর্মসংস্থান (জন)	শিল্প ইউনিট সংখ্যা	মোট বিনিয়োগ	সৃষ্ট কর্মসংস্থান (জন)
ক্ষুদ্র শিল্প	নতুন	২,২০০	৮৭৫.০০	৭৫,০০০	১,১৭৯	৩০২.৫৬	১৬,৯৬২
	বিদ্যমান	১,৬০০	২৪০.০০	২৯,২০০	৫৩৮	১১০.৫৯	৫,৪৭০
	মোট ক্ষুদ্র শিল্প	৩,৮০০	১,১১৫.০০	১,০৪,২০০	১,৭১৭	৪১৩.১৫	২২,৪৩২
কুটির শিল্প	নতুন	৬,১০০	১৪.৩৫	১০,৮০০	২,৩৪৫	৫৪.০০	৭,১০৪
	বিদ্যমান	৪,৬০০	৪.৬০	৩,৫০০	১,২৪২	২৭.১৬	২,৭৬২
	মোট কুটির শিল্প	১০,৭০০	১৮.৯৫	১৪,৩০০	৩,৫৮৭	৮১.১৬	৯,৮৬৬
মোট ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্প		১৪,৫০০	১,১৩৩.৯৫	১,১৮,৫০০	৫,৩০৪	৪৯৪.৩১	৩২,২৯৮

উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়।

খ. বিসিক শিল্প নগরীসমূহের অবদান

সারাদেশে অবস্থিত বিসিকের ৭৪টি শিল্প নগরীতে জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ৯,৭৯৯টি প্লট মোট ৫,৭১৪টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ৪,১৫০টি ইউনিট বর্তমানে উৎপাদন চলছে। এর মধ্যে ২০১২-১৩ অর্থ বছরের জুলাই'১২-জানুয়ারি'১৩ সময়ে ৫২টি প্লট ২৯টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। একই সময়ে ১৪৩টি শিল্প ইউনিট বাস্তবায়িত হয়েছে। ৭৪টি শিল্প নগরীতে জুন'১২ পর্যন্ত স্থাপিত শিল্প-কারখানাসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫,৭৭১.২৪ কোটি টাকা। গত ২০১১-১২ অর্থবছরে এ শিল্প কারখানাগুলোতে মোট ৩২,২০২.৬০ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে ১৮,৭৬০.৬৯ কোটি টাকার রপ্তানি পণ্য রয়েছে। বিদেশে রপ্তানিকৃত এসব পণ্য সামগ্রীর মধ্যে বেশীর ভাগই হচ্ছে হোসিয়ারি ও নিটওয়ার শিল্প খাত থেকে। বিসিকের শিল্প নগরীগুলোতে বিনিয়োগ, উৎপাদন, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান এসবই গত অর্থ বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিসিকের শিল্প নগরীগুলোতে অবস্থিত শিল্প-কারখানা থেকে গত ২০১১-১২ অর্থবছরে সরকারকে প্রায় ২,১০৪.৩৬ কোটি টাকা রাজস্ব পরিশোধ করা হয়েছে, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। নিচের সারণিতে বিসিক শিল্প নগরীগুলোর তথ্য উপস্থাপন করা হলঃ

সারণি ৮.৫: বিসিক শিল্প নগরীসমূহের শিল্প ইউনিট, বিনিয়োগ ও প্রদত্ত রাজস্ব

১	মোট শিল্প নগরীর সংখ্যা (জুন ২০১২ পর্যন্ত):	৭৪টি
২	মোট শিল্প প্লট সংখ্যা (জুন ২০১২ পর্যন্ত):	১০,৩৪৭টি
৩	মোট বরাদ্দকৃত প্লট সংখ্যা (জুন ২০১২ পর্যন্ত):	৯,৭৪৭টি
৪	বরাদ্দকৃত প্লটে মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা (জুন ২০১২ পর্যন্ত):	৫,৬৮৫টি
৫	ক) উৎপাদনরত মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা (জুন ২০১২ পর্যন্ত):	৪,০১৯টি
	খ) সম্পূর্ণ রপ্তানীমুখী শিল্প ইউনিট সংখ্যা (জুন ২০১২ পর্যন্ত):	৭৯০টি
৬	স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহে ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমান (জুন ২০১২ পর্যন্ত):	১৫,৭৭১.২৪ কোটি টাকা
৭	শিল্প নগরীসমূহে কর্মরত মোট জনবল (জুন ২০১২ পর্যন্ত):	৪,৫৫,৯৮০ লক্ষ জন
৮	উৎপাদিত পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য (২০১১-১২ অর্থবছরে):	৩২,২০২.৬০ কোটি টাকা
৯	রপ্তানীকৃত পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য (২০১১-১২ অর্থবছরে):	১৮,৭৬০.৬৯ কোটি টাকা
১০	শিল্প ইউনিটসমূহ কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত রাজস্বের পরিমান (২০১১-১২ অর্থবছরে):	২,১০৪.৩৬ কোটি টাকা

উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়।

গ. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই'১২-জানুয়ারি'১৩ সময়ের বিসিক তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নকশা কেন্দ্র, ১৫টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র এবং ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪,৬৬৯ জন উদ্যোক্তা, কারিগর, ব্যবস্থাপক ও অনুরূপ পর্যায়ের লোককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

সারণি ৮.৬: বিসিকের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণদানকারী প্রতিষ্ঠান/কার্যালয়	প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র/ বিষয়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)
০১.	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট(স্কিটি)	শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ/ ব্যবসহাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৭১০
০২.	নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র (১৫টি)	ট্রেডভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ	৫৯২
০৩.	নকশা কেন্দ্র (বিসিক ভবন)	ট্রেডভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ	২৩৬
০৪.	শিল্প সহায়ক কেন্দ্র ৬৪টি	শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	২,৫৯৬
০৫.	অন্যান্য কার্যালয়/প্রকল্প	শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ/ কারিগরি প্রশিক্ষণ	৫৩৫
মোট			**৪,৬৬৯**

উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়।

ঘ. সাব-কণ্ট্রাকটিং কার্যক্রম

সাব-কন্ট্রাকটিং কার্যক্রমের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরের জুলাই'১২ - জানুয়ারি'১৩ পর্যন্ত সময়ে বিসিক বিভিন্ন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে মোট ৩.৯৭ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সরবরাহের আদেশ প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছে, যার প্রায় সবটাই আমদানি বিকল্প সামগ্রী। অর্থাৎ এতে দেশের প্রায় ৩.৯৭ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে।

ঙ. লবণ উৎপাদন

গত ২০১১-১২ অর্থবছরে সমুদ্র তীরবর্তী কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় ৬২,৭১৮ একর জমিতে লবণ চাষ করা হয়েছে। ঐসময়ে ৪৩,৩৯০ জন লবণ চাষী লবণ উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় গত ২০১১-১২ অর্থ বছর লবণ মৌসুমে ১১.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। লবণ উৎপাদন মৌসুম সাধারণত ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি শুরু হয়ে এপ্রিল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭০,০০০ একর জমিতে লবণ চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি'১৩ পর্যন্ত ৫.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে।

চ. অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২০১২-১৩ অর্থবছরে বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদেরকে যেসব উল্লেখযোগ্য সেবা সহায়তা প্রদান করেছে, তার একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলঃ

সারণি ৮.৭: বিসিকের প্রজেক্ট প্রোফাইল ও বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন

ক্র: ন:	সহায়তার ক্ষেত্র		সাধিত অগ্রগতি					
			২০০৭-০৮ অর্থ বছর	২০০৮-০৯ অর্থ বছর	২০০৯-১০ অর্থ বছর	২০১০-১১ অর্থ বছর	২০১১-১২ অর্থ বছর	২০১২-১৩ অর্থ বছর (জুলাই'১২ - জানুয়ারি'১৩)
০১	শিল্প ইউনিটের রেজিস্ট্রেশন প্রদান	ক্ষুদ্র শিল্প	৬৮৯	৮৭৮	৫৭৮	৫৭৮	৬৭৪	২৭৪
		কুটির শিল্প	১,০৫৫	৯৯৬	৮৯৩	৮৯৩	১,০২২	৫৮৯
০২	নকশা বিতরণ		২,৫২২	২,৫৪০	২,৩৯০	২,২৪২	২,২৫৩	১,৩০৬
০৩	প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন		৪৭৭	৪৬৫	৪৮৭	৫০১	৪৮১	২৬১
০৪	বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন		৩৬১	৩৫২	৩৮৭	৩৩৭	৩৪৭	২১৭
০৫	সাব-কন্ট্রাকটিং সংযোগ সহাপন		১০১	৫৫	২৬	৩৩	৫৯	২২
০৬	মেলা আয়োজন		১৬	১৯	২০	১৮	১৭	৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়।

ছ. দারিদ্র বিমোচনমূলক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি

বিসিক তার অন্যান্য কর্মকান্ডের পাশাপাশি সীমিত পরিসরে কিছু দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষভাবে ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। এর মধ্যে ''ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি'' উল্লেখযোগ্য। ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই'১২- জানুয়ারি'১৩ সময়ে ৫৩৫ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ২৬২.৪১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ৮৩৬ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় শুরু হতে জানুয়ারি'১৩ পর্যন্ত মোট ৩১,৬২৮ জন উদ্যোক্তাকে ৯,৬৪৮.২৪ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং এতে ৯৩,৯৮৬ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণের আদায়যোগ্য মোট ১০,৭২৪.০২ লক্ষ টাকার বিপরীতে মোট ৮,৪০৫.৫৫ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৭৮ শতাংশ। চলতি অর্থ বছরে বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১৩টি প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য হ'ল চামড়া শিল্প নগরী স্থাপন; এপিআই শিল্প পার্ক স্থাপন; বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ এবং বিসিক স্পেশাল ইকোনমিক জোন, কুমারখালি, কুষ্টিয়া প্রভৃতি। এর মধ্যে, কেবল চামড়া শিল্প নগরীতে বরাদ্দকৃত স্পটগুলোতে শিল্প-কারখানা স্থাপিত হলে সেখানে প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ।

৩. বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন বর্তমানে ৯টি চালু প্রতিষ্ঠান আছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৩টি প্রতিষ্ঠান যথা এটলাস বাংলাদেশ লিঃ, ন্যাশনাল টিউবস লিঃ ও ইষ্টার্ন কেবলস লিঃ এর ৪৯ শতাংশ শেয়ার ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৯টি চালু প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিএসইসি একটি লাভজনক সংস্থা হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে। বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের বিদ্যুতায়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ নানাবিধ সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এ করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের চলতি বছরের সার্বিক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হ'লঃ

ক. উৎপাদন

বর্তমানে বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি প্রতিষ্ঠানে জুলাই'১২-ডিসেম্বর'১২ সময়ে ৪৭৫.১৮ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হয়। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে উৎপাদিত হয়েছিল ৫০০.১১ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী। বিএসইসি'র প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদিত পণ্যের জুলাই'১২-ডিসেম্বর'১২ সময়ে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার নিম্নরূপঃ

সারণি ৮.৮: বিএসইসি কর্তৃক পণ্য উৎপাদন ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার

উৎপাদিত পণ্য	একক	জুলাই'১২-ডিসেম্বর'১২		লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার
		উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পরিমাণ	প্রকৃত উৎপাদন পরিমাণ	
মটরসাইকেল	সংখ্যা	২৫৯৯৮	১৩৬৮৩	৫৩%
জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ	মেঃ টন	৩২৪৬	৬৮৬	২১%
ইলেকট্রিক কেবলস	মেঃ টন	১৭৫০	১৪৬২	৮৪%
টিউব লাইট	লক্ষ পিস	৩.৫০	২.৮৭	৮২%
সিএফএল বাল্ব	লক্ষ পিস	-	০.৩১	-
সুপার এনামেলড কপার ওয়্যার	মেঃ টন	১৭৮	২৪৭	১৩৮%
ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	কোটি টাকা	২৭.০০	২০.৬৭	৭৭%
রেজর ব্লেড	লক্ষ পিস	৩০০.০০	২৪০.০০	৮০%
জলযান মেরামত	কোটি টাকা	১৭.৫০	১৬.০৭	৯২%
বাস, ট্রাক, জীপ ইত্যাদি	সংখ্যা	৫৫২	৩১৭	৫৭%

উৎসঃ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়।

বিএসইসি'র বর্তমানে চালু ৯টি প্রতিষ্ঠানে ২০১২-১৩ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত বাজেট অনুযায়ী ১,২৯০.০৫ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বছরে সার্বিক উৎপাদন হয়েছিল যথাক্রমে ১,০৪০.০৪ কোটি টাকা ও ৯৭৭.২৬ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী।

খ. বিক্রয়

বিএসইসি'র বর্তমানে চালু ৯টি প্রতিষ্ঠানে জুলাই'১১-ডিসেম্বর'১১ সময়ের বিক্রয় ৪৫৯.৪৮ কোটি টাকার তুলনায় জুলাই'১২-ডিসেম্বর'১২ সময়ে বিক্রয় করা হয় ৪৩৮.১২ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী। প্রতিষ্ঠানসমূহের জুলাই'১২-ডিসেম্বর'১২ সময়ে পণ্যওয়্যারী বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার নিম্নরূপঃ

সারণি ৮.৯: বিএসইসি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার

উৎপাদিত পণ্য	একক	জুলাই'১২-ডিসেম্বর'১২		লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার
		বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা পরিমাণ	প্রকৃত বিক্রয় পরিমাণ	
মটরসাইকেল	সংখ্যা	২৫৯৯৮	১৫৯৬৩	৬১%
জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ	মেঃ টন	৩২৪৬	৯৩৯	২৯%
ইলেকট্রিক কেবলস	মেঃ টন	২১০৩	১০৫৭	৫০%
টিউব লাইট	লক্ষ পিস	৩.৫০	২.৪২	৬৯%
সিএফএল বাল্ব	লক্ষ পিস	-	০.১৩	-
সুপার এনামেলড কপার ওয়্যার	মেঃ টন	১৮৮	২২৩	১২০%
ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	কোটি টাকা	২৯.০০	২৪.২৭	৮৪%
রেজর ব্লেড	লক্ষ পিস	৩০০.০০	২৭৫.০০	৯২%
জলযান মেরামত	কোটি টাকা	১৭.৫০	১৪.৭৯	৮৫%
বাস, ট্রাক, জীপ ইত্যাদি	সংখ্যা	৫৫২	২১৪	৩৯%

উৎসঃ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়।

বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত বাজেট অনুযায়ী ৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১,৪১৮.৭৪ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় হবে বলে আশা করা যায়। ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বছরে বিএসইসি'র প্রতিষ্ঠানসমূহে বিক্রয় হয়েছিল যথাক্রমে ১,১২৪.৪৯ কোটি টাকা ও ১,০৮৪.৮২ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী।

গ. লাভ/লোকসান

জুলাই'১২-ডিসেম্বর'১২ সময়ে সার্বিক নীট মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা ৪৪.৯৯ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত মুনাফা ১৪.৯০ কোটি টাকা অর্জিত হয়। যা লক্ষ্যমাত্রার ৩৩%। আলোচ্য সময়ে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ সর্বাধিক ৮.৭৮ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। গত অর্থ বছরে বিএসইসি'র ৯টি চালু প্রতিষ্ঠান শুল্ককর বাবদ সরকারি কোষাগারে ৪৭২.১১ কোটি টাকা জমা করে।

ঘ. ই-গর্ভনেন্স প্রবর্তন

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার ই- গর্ভনেন্স এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও ই-মেইল এর মাধ্যমে যোগাযোগের জন্য উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ নেয়া হয়েছে। বিএসইসি প্রধান কার্যালয়ের ওয়েবসাইট (www.bsec.gov.bd) ছাড়াও বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮টি'র নিজস্ব ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। এছাড়া প্রধান কার্যালয়ে ফাইল, ডকুমেন্টসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে আদান-প্রদান ও সংরক্ষণের জন্য লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এবং ফাইল সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। বিএসইসি প্রধান কার্যালয় ও নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে ICT Cell অন্তর্ভুক্ত করে সেট-আপ সংশোধন করা হয়েছে এবং সেলগুলোতে প্রয়োজন অনুযায়ী ICT -তে পারদর্শী জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।

ঙ. উন্নয়ন কর্মসূচি

বিএসইসি'র প্রধান উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপঃ

- বিএসইসি'র যৌথ উদ্যোগে কোম্পানী গঠন
- বিএসইসি'র প্রতিষ্ঠানসমূহে হোন্ডা উৎপাদন/এ্যাসেম্বল
- প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এ নতুন পাজেরো স্পোর্ট মডেলের জীপ ও সেডান কার সংযোজন
- প্রগতির তেজগাঁও অফিসের খোলা জায়গায় বহুতল অত্যাধুনিক ওয়ার্কশপ-কাম শো রুম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ
- চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ জমিতে প্রগতির ওয়ার্কশপ কাম শো রুম কাম অফিস ভবন নির্মাণ
- চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণের লক্ষ্যে ডক/ শিপইয়ার্ড পূর্ণাঙ্গ অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সুবিধাদি স্থাপন
- ইস্টার্ন টিউবস লিঃ এর কারখানায় পূর্ণাঙ্গ এনার্জি সেভিং বাল্ব (সিএফএল) ও টি-৮ টিউব লাইট উৎপাদন
- বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাষ্টরী লিঃ এ পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন

চ. জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ ভাঙ্গা এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প

দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ ভাঙ্গা এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১০-এ জাহাজ নির্মাণ ও পরিবেশসম্মত জাহাজ ভাঙ্গাকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের আধুনিকায়নে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং উন্নত জ্ঞান ও প্রযুক্তির সন্নিবেশনে সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ শিল্পে সরাসরি নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ শিল্পে নিয়োজিত লোকসংখ্যা ২৪ লক্ষ। এ শিল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর প্রায় নয় হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আদায় করছে। ধারণা করা হয়, এ শিল্প আগামী এক দশকের মধ্যে তৃতীয় একক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে। এ শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশে ইতোমধ্যে 'জাহাজ নির্মাণ শিল্প নীতিমালা-২০১২' খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ এবং জাহাজ ভাঙ্গা এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ক্রমঅগ্রসরমান। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে ইতোমধ্যে ডেনমার্ক, নরওয়েসহ বেশ কয়েকটি দেশে জাহাজ রপ্তানি করা হয়েছে। অন্যদিকে, চট্রগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় ১২৫ টি জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ড বছরে গড়ে ২০০টির অধিক জাহাজ আমদানি, ভাঙ্গা ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে নির্মাণ সামগ্রীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় লৌহজাত সামগ্রীর জোগান দিয়ে আসছে। এ শিল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার জাহাজ বিভাজন ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বিধিমালা-২০১১ জারি করেছে। উল্লেখ্য, জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের ও সেবার সার্বিক উন্নয়ন, পরিচালনা ও সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে 'জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ড এর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

৪. বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চিনি উৎপাদন, উপকরণ এবং উৎপাদিত পণ্য সুষ্ঠু বাজারজাত করে সাধারণ ভোক্তাদের নিকট সরবরাহের মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখায় সহায়তা করছে। বিএসএফআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পকারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৫টি চিনিকল, ১টি ডিষ্টিলারি প্রতিষ্ঠান এবং ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা। সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি চিনিকলের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২.১০ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে বর্তমান চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১৪.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে চিনির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ইক্ষুভিত্তিক চিনিকলগুলোতে চিনি উৎপাদন অপ্রতুল। ফলে বেসরকারি খাতে স্থাপিত ৫/৬টি সুগার রিফাইনারিতে উৎপাদিত চিনি এবং আমদানিকৃত চিনি দ্বারা ঘাটতি পূরণ করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২,০৫,৫০০ একর জমিতে আখ রোপণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি'১৩ পর্যন্ত ১,৭২,৯০০ একর জমিতে আখ চাষ হয়েছে। চলতি রোপণ মৌসুমে ইক্ষু চাষীদের মধ্যে প্রায় ১৪৮ কোটি টাকা বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহের মাধ্যমে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। এ বছর ইক্ষুর মূল্য বাবদ ১৯৭ কোটি টাকা ইক্ষু চাষীদের মাঝে পরিশোধ করা হয়েছে যা নিভৃত পল্লী এলাকার চাষীদের নগদ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হয়েছে। ইক্ষু রোপণ, পরিচর্যা, কর্তন ও পরিবহন খাতে বিপুল জনগোষ্ঠী নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। এছাড়া চিনি শিল্পকে কেন্দ্র করে চিনিকল এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নসহ পাকা রাস্তা, সেমি পাকা রাস্তা, কালভার্ট, ব্রীজ ইত্যাদি নির্মিত হয়ে থাকে। চিনিকলগুলোর আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যাওয়ায় কতিপয় চিনিকলের বিএমআর এবং উপজাতভিত্তিক শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ

গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে এডিপিতে ১২৪.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে চারটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১,২৯,০৭৫.০০ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন ও বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারী'১৩ পর্যন্ত ৯৪,৭৪০.৩৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে। আখের প্রতিযোগী ফসলের মূল্য অধিক হওয়ায় এ সকল স্বল্পমেয়াদি ফসলের বিস্তার বৃদ্ধির কারণে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে আখচাষ ও আখ মাড়াই এবং চিনি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ডিষ্টিলারি ইউনিটের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৫০ লক্ষ লিটার এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি'১৩ পর্যন্ত ৩৩.১১ লক্ষ লিটার ডিষ্টিলারি পণ্য উৎপাদিত হয়েছে এবং প্রকৌশলজাত পণ্য উৎপাদন লক্ষমাত্রা ১,৩০০.০০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারী'১৩ পর্যন্ত ৫০৯.৮৭ মেট্রিক টন পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বিএসএফআইসি কর্তৃক শুল্ক ও কর বাবদ ৮৪.১৫ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা প্রাক্কলন করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে জানুয়ারি'১৩ পর্যন্ত ৪৪.৪৯ কোটি টাকা জমা দেয়া হয়েছে।

৫. বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

বিএসটিআই দেশের একমাত্র জাতীয় মান সংস্থা। বিএসটিআই এর মূল দায়িত্ব পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন, পণ্যের পরীক্ষণ, গুণগতমানের সার্টিফিকেশন, ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন এবং সারা দেশে মেট্রোলজী ও ক্যালিব্রেশন সার্ভিস প্রদান। সুষ্ঠুভাবে এ সকল কর্মকান্ড সম্পাদনের মাধ্যমে মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন এবং পণ্য মানকে বর্তমান মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে বিএসটিআই কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহনের পর বিএসটিআইকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এর সাংগঠনিক কাঠামোতে ১২৮টি পদ সৃজন করা হয়েছে এবং আরও ১৪টি নতুন পদ সৃজনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বিএসটিআইর রাজস্ব খাতে বিগত ৩ বছরে মোট ১৩৫জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ২০০৩ এর আওতায় অবৈধ ও নিম্নমানের পণ্যের উৎপাদন,বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধে বিএসটিআই কর্তৃক ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের জুলাই/১২ হতে ফেব্রুয়ারি/১৩ পর্যন্ত সময়ে মোট ৮৯৮টি ভ্রাম্যমান আদালত ও ৫০৮টি সার্ভিল্যান্স টীম পরিচালনার মাধ্যমে মোট ১৩৭০টি মামলা দায়ের করে মোট ৩ কোটি ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৭০১ টাকা জরিমানা আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ক্রমপুঞ্জিত জরিমানা আদায়ের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৭৯ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮০১ টাকা।

উল্লেখ্য ''ওজন ও পরিমাপ অধ্যাদেশ, ১৯৮২'' এবং ''ওজন ও পরিমাপ আইন (সংশোধনী), ২০০১'' এর অধীনে মেট্রোলজী কার্যক্রমের আওতায় পেট্রোল পাম্পসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণে বিএসটিআই কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ বছরের জুলাই/১২ হতে ফেব্রুয়ারি/১৩ পর্যন্ত সময়ে মোট ৮৯৮টি ভ্রাম্যমান আদালত ও ৫০৭টি সার্ভিল্যান্স টীম পরিচালনার মাধ্যমে ১৩৪৯টি মামলা দায়ের করে ০.৩৩ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

ইতোমধ্যে বিএসটিআই এর বিভিন্ন ল্যাবরেটরি ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) থেকে Accreditation অর্জন করেছে। বিএসটিআই এর Product Certification এর আওতায় প্রারম্ভিক পর্যায় ৫টি পণ্যের জন্য ভারতের National Accreditation Board for Certification Body (NABCB) থেকে Accreditation পাওয়া গেছে এবং আরও ৫টি পণ্যের জন্য Accreditation প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া বিএসটিআই এর Management System Certification কার্যক্রমও Norwegian Accreditation Authority থেকে Accreditation পেয়েছে এবং এ পর্যন্ত বিএসটিআই থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ISO 9001, ISO 14001 এবং ISO 22000 এর উপর ১৪ টি Management System Certificate প্রদান করা হয়েছে।

জার্মানী GIZ এর আর্থিক সহায়তায় বিএসটিআইতে একটি আধুনিক Energy Efficient Testing ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ইতিমধ্যে সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই এর অফিস-কাম-ল্যাবরেটরী স্থাপন পূর্বক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং ফরিদপুর, কুমিল্লা, রংপুর, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহ এই ৫টি জেলায় বিএসটিআই এর অফিস-কাম-ল্যাবরেটরী স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণপূর্বক ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন দাতা সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বিএসটিআইতে চলমান ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে ১০ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট একটি নতুন

ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ, ঢাকা ও চট্টগ্রাম অফিসে CNG Mass Verification Laboratory স্থাপন, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পণ্য ব্যবহারের জন্য জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং SAARC ভূক্ত ৮টি দেশের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উদ্ভুত Technical Barriers to Trade (TBT) দূরীকরণের মাধ্যমে আন্তঃবাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং Standardization and Conformity Assessment এর সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত South Asian Regional Standards Body (SARSO) এর অফিস ভবন ঢাকায় বিএসটিআই কম্পাউন্ডে নির্মিত হতে যাচ্ছে।

৬. বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

বাংলাপেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কারিগরি জনবল সৃষ্টি করা, শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তরসহ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরামর্শ প্রদান, শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নক্সা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি/মেরামত করে (স্থানীয় ও আমদানি বিকল্প) দেশের শিল্পায়নে সহায়তা করে থাকে।

ক. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বিটাক দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা প্রদানের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি ২৮টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে। ২৮টি ট্রেড ছাড়াও উদ্যোক্তাদের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিটাক সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি বা মেশিন অপারেশনের উপর স্বল্প মেয়াদি বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে। বিটাক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কারিগরি প্রশিক্ষণ হতে উন্নততর। বিটাকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ব্যবহারিক কার্যক্রমের আওতায় বিশেষতঃ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ সংক্রান্ত উচ্চ প্রযুক্তিগত আন্তর্জাতিক মানের কোর্স কারিকুলাম অনুসরণ করা হয়। যার ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণ শেষে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে। প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ বৃহৎ ওয়ার্কসপে বেশ কিছু আধুনিক প্রশিক্ষণ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক রয়েছে। বিটাক কর্তৃক পরিচালিত উচ্চমান সম্পন্ন এ সকল প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের দেশে বিদেশে চাকুরী ক্ষেত্রে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। বিটাক ধোলাইখাল লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে সহায়তার লক্ষ্যে সহজ বাংলা ভাষায় কারিগরি বই, ভিডিও ট্রেনিং মডিউল এর মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

বিটাক কর্তৃক ২০১১-১২ অর্থ বছরে ২৮টি স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ৬৭২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ২০১০-১১ অর্থ বছরে ২৮টি স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ৫৯৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছর অপেক্ষা ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১২.৯৪ শতাংশ বেশী। এছাড়া, ২০১১-১২ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় , পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজসহ বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আগত শেষ বর্ষের ২১৪১ জনকে বিটাক হতে এ্যাট্যাচমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ২০১০-১১ অর্থবছরে ১,৫০৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে্ এ্যাটাচমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছর অপেক্ষা ২০১১-১২ অর্থবছরে এ্যাটাচমেন্ট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪২.১৬ শতাংশ বেশি।

খ. দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুত ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের জন্য সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অসহায় যুবক-যুবতীদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে ঘরে ঘরে চাকুরী প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্তৃক Extension of BITAC for Self-employment and Poverty Alleviation through hands on technical training highlighting women(Revised)" শীর্ষক প্রকল্পটি ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পের আওতায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৮০০ জন মহিলা এবং ৯৯০ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীকে, ২০১০-১১ অর্থ বছরে ১,০০০ জন মহিলা এবং ১,৩৫০ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীকে, ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৯৬৮ জন মহিলা এবং ১,২৬০ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীকে এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ৫০৪ জন মহিলা ও ৯০০ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীকে

প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে এ পর্যন্ত ১,২৬৮ জন পুরুষ ও ১,৩০০ জন মহিলাসহ সর্বমোট ২,৫৬৮ জনের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থান হয়েছে এবং কেউ কেউ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে নিজেরাই স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

গ. **উৎপাদন কার্যক্রম**

বিটাক শিল্প কারখানার জন্য বিশ্বমানের যন্ত্রাংশ তৈরি এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক স্থানীয় ও বৈদেশিক আমদানি বিকল্প যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশের নক্সা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি করে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া চলমান রাখতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। আমদানি বিকল্প যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে বিটাক এখাত থেকে ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১,৮০৭.০৫ লক্ষ টাকা আয় করেছে। পক্ষান্তরে ২০১০-১১ অর্থ বছরে এ খাত থেকে ১,৮৫২.৫০ লক্ষ টাকা আয় হয়। ২০১০-১১ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১১-১২ অর্থবছরের আয় ২.৪৫ শতাংশ কম। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২,২৫০.০০ লক্ষ টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি/২০১৩ পর্যন্ত ১,১৬২.১৪ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে বছর শেষে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। এছাড়া, স্থানীয় যন্ত্রপাতি ও আমদানি বিকল্প যন্ত্রপাতি তৈরী এবং বর্ণিত ঐ ধরনের সেবা প্রদানের মাধ্যমে বিগত ২০১১-১২ অর্থ বছরে আনুমানিক প্রায় ১৫০.০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করে জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

ঘ. আইসিটি ও ই- গর্ভনেন্স

বিটাকের সেবা প্রদান সহজীকরণের জন্য সেবা গ্রাহকদের সাথে তথ্য আদান প্রদানের জন্য ওয়েবসাইট এবং ই-মেইল চালু আছে। ওয়েবসাইট নম্বর: www.bitac.gov.bd এবং ই-মেইল-bitac@dhaka.net। এছাড়া, আইসিটি সেল থেকে সেবা গ্রহীতাগণ সহজেই তথ্য আদান প্রদান করতে পারে।

ঙ. গবেষণা ও উদ্ভাবন কার্যক্রম

বিভিন্ন শিল্প কারখানা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন ধরণের আমদানি বিকল্প যন্ত্র তৈরি করার জন্য বিটাককে গবেষণা/উদ্ভাবনমুলক কাজে নিয়োজিত থাকতে হয়। বর্তমানে বিটাক নিজস্ব প্রযুক্তিতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় আমদানি বিকল্প আইটেমসমূহ উদ্ভাবনে সচেষ্ট আছে। বিটাকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্য্যক্রম হ'লঃ

- বাংলাদেশের বিভিন্ন পেপার মিলের জন্য ৯০ দশকে সবুজ পাট থেকে মন্ড উৎপাদনের লক্ষ্যে ''গ্রীন জুট চিপার'' মেশিন সফলতার সহিত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় প্রস্তুত করা হয়েছে;
- উপকুলীয় এলাকায় চিংড়ী প্রকল্পে জন্য দেশীয় প্রযুক্তিতে এরেটর মেশিন প্রস্তুত করা হয়েছে;
- কাগজ কারখানায় ব্যবহৃত ডাইজেষ্টার গিয়ারবক্স সহ উচ্চ ক্ষমতার রিডাকশন গিয়ার বক্স তৈরি করা হয়েছে। এসকল যন্ত্রাংশ আমদানি ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ খরচে স্থানীয়ভাবে বিটাক প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ব্যবহৃত থ্রাষ্ট বিয়ারিং অয়েল কুলার বিটাক আমদানি ব্যয়ের এক চতুর্থাংশ খরচে প্রস্তুত করেছে;
- বিটাক সার কারখানায় ব্যবহৃত সেন্ট্রিফিউজ বডি প্রস্তুত করেছে;
- বাংলাদেশ ইন্সুলেটর ফ্যাক্টরি কর্তৃক ব্যবহৃত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পুশার পাম্প বিটাক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতে সফল হয়েছে;
- কাগজ কারখানায় ব্যবহৃত অকেজো হাই ডেনসিটি পাম্প বিগত দিনে সুইডেন, জার্মানী প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশ হতে রিকন্ডিশন করে আনা হত। বর্তমানে প্রায় এক তৃতীয়াংশ খরচে বিটাক একই কাজ স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে;
- ভোজ্য লবণে আয়োডিন মিশ্রিত করার জন্য স্বয়ংক্রিয় মেশিন (সল্ট আয়োডাইজেশন প্ল্যান্ট) উদ্ভাবন করেছে। স্বল্প ব্যয়ে সম্পূর্ণ দেশিয় প্রযুক্তি ও স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য কাঁচামাল হতে প্রস্তুত এ মেশিনটি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিরুপিত ভোজ্য লবনে আয়োডিনের মাত্রা যথাযথভাবে বজায় রাখতে কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইতোমধ্যে

বিটাক ১২০টি লবণ কারখানায় এ মেশিন সরবরাহ করেছে এবং আরও বহু সংখ্যক মেশিন প্রস্তুত ও সরবরাহের কাজ চলছে।

- কামিন্স জেনারেটর এন্ড টেকনোলজি, জার্মানীর ৩ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর মেরামত এবং কানেকটিং বার তৈরি;
- আণবিক শক্তি কমিশনের নিউক্লিয়ার রি-এ্যাকটর লিকেজ হওয়ায় বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের পরিবর্তে এই প্রথম বিটাক-এর বিশেষজ্ঞ দল দেশীয় প্রযুক্তিতে তা মেরামত করতে সক্ষম হয়;
- কেরু এন্ড কোম্পানি লিমিটেড এর ডিষ্টিলারী ইউনিটের ফিলিং মেশিন প্রস্তুত এবং
- কলাগাছ থেকে সুতা তৈরির মেশিন উদ্ভাবন।

৭. প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি কারিগরি দপ্তর। এ দপ্তর বয়লারের নিরাপদ চালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত আইন ও বিধিসমুহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে বয়লার পরিদর্শন, রেজিষ্ট্রেশন এবং বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক সনদপত্র প্রদান করে থাকেঃ

(১) বয়লার আইন ১৯২৩ (সংশোধিত ১৯৯০)

(২) বয়লার রেগুলেশন ১৯৫১ (সংশোধিত ২০০৭)

(৩) বয়লার এটেনডেন্ট রুলস ১৯৫৩ (সংশোধিত ১৯৮৬)

(৪) বয়লার রুলস ১৯৬১

উল্লিখিত আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় নিম্নে বর্ণিত প্রধান প্রধান কার্যাবলী সম্পাদন করে:

- বয়লার ড্রইং, ডিজাইন ও বয়লার স্থাপনের পদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপুর্বক রেজিষ্ট্রেশন প্রদান;
- বার্ষিক ভিত্তিতে বয়লার পরিদর্শনপূর্বক নিরাপদ চালনার সার্টিফিকেট প্রদান;
- বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক কৃতকার্য প্রার্থীদের অপারেশন সংক্রান্ত সাটিফিকেট প্রদান এবং
- স্থানীয়ভাবে তৈরী বয়লারের বিভিন্ন ধাপ পরিদর্শনপূর্বক সার্টিফিকেট প্রদান।

দেশের বিভিন্ন স্থানে কল-কারখানায় স্থাপিত বয়লারের সাথে সংশিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বয়লার পরিদর্শনপূর্বক সনদপত্র প্রদান এবং বয়লার মালিকদেরকে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করা অত্র দপ্তরের প্রধান দায়িত্ব। দেশে দ্রুত শিল্পায়নের সাথে সাথে অত্র দপ্তরের কার্যক্রম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুর্বে দেশে কোন বয়লার প্রস্তুতকারী কারখানা না থাকায় সমস্ত বয়লারই বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। সম্প্রতি দেশে ছোট আকারের ও স্বল্প চাপের বয়লার প্রস্তুত হচ্ছে। এ দপ্তর দেশিয় বয়লার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে এবং বয়লার প্রস্তুতকালীন সময়ে পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করছে। সাধারণত সকল শিল্প কারখানাই বয়লার ব্যবহার করে থাকে। এর মধ্যে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কেমিক্যাল কোং, সার-কারখানা, কাগজকল, চিনিকল, ঔষধ প্রস্তুত কারখানা, জুট মিলস, কটন মিলস, টেক্সটাইল মিলস ও গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বয়লার ভিত্তিক শিল্প কারখানায় বয়লার একটি প্রধান যন্ত্র বা প্রাণ স্বরূপ। শিল্প কারখানার বয়লারের নিরাপদ চালনা নিশ্চিত ও বয়লারের সাথে সংশিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের শিল্পায়নে এ দপ্তর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। সুশাসন সংক্রান্ত কার্যক্রমের মধ্যে অত্র দপ্তরের জন্য সিটিজেন চার্টার তৈরী করা হয়েছে এবং উক্ত সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী বয়লার ব্যবহারকারী তথা Stakeholder দেরকে সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স:

এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ দপ্তরে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফরম ও তথ্য সম্বলিত একটি ওয়েব সাইট (Website) তৈরী করা হয়েছে। সেখান থেকে বয়লার ব্যবহারকারীগণ ও বয়লার প্রস্তুতকারীগণ সহজেই বিভিন্ন ফরম ও তথ্য পাচ্ছেন। প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ২(দুই)টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে বয়লার ব্যবহারকারী তথা Stakeholder দের দোর গোড়ায় এ দপ্তরের সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় স্থাপিত বয়লারের সাথে সংশিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ জ্বালানি সাশ্রয় ও স্থানীয়ভাবে বয়লার তৈরির কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা এ দপ্তরের প্রধান প্রধান লক্ষ্য। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ফেব্রয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত বয়লার পরিদর্শনপূর্বক ২,৪৯১টি বয়লারের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে, ২১৮টি নতুন স্থাপিত বয়লার রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে, ৭৮টি স্থানীয়ভাবে তৈরি বয়লারের সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে, ৪৫৬ জন বয়লার পরিচারকের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ১,৮৬,২১,০০০/- (এক কোটি ছিআশি লক্ষ একুশ হাজার টাকা) রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। দেশের শিল্পায়নের সাথে সাথে এ দপ্তরের কার্যক্রম উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয়ভাবে বয়লার তৈরির কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় একদিকে যেমন বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে এবং অন্যদিকে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

৮. পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একটি জাতীয় অফিস হিসাবে Intellectual Property Rights (IPR) এর কার্যক্রম পরিচালনা করে। সাবেক পেটেন্ট অফিস ও ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রি অফিস একীভূত হয়ে ২০/৩/২০০৪ তারিখ হতে এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রম হল নতুন আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব মঞ্জুর করা, নতুন উদ্ভাবিত Industrial Design নিবন্ধন করা এবং ট্রেডমার্কস এর স্বত্ব সংরক্ষণের জন্য ট্রেডমার্কস নিবন্ধন করা এবং নতুন নতুন আবিষ্কারকে উৎসাহিত করা যা দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরটি প্রথমে ৪টি উইং যথা: (i) Administrative wing, (ii) Trademarks wing, (iii) Patents & Designs wing, এবং (iv) WTO & International Affairs wing নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদত্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপরেখা হিসেবে এ অধিদপ্তরে Information Technology Unit নামে আরেকটি wing স্থাপন করা হয়। বর্তমানে অধিদপ্তর ৫টি উইং নিয়ে কাজ করছে। এ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হ'লঃ

ক. ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯

ইংরেজী ভাষায় প্রণীত পূর্বতন The Trademarks Act, 1940 রহিত করে বাংলা ভাষায় প্রণীত ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ার পর ২৪ মার্চ, ২০০৯ তারিখের গেজেটে তা প্রকাশ করা হয়েছে। এ আইনটি ১ জুলাই, ২০০৮ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়েছে।

খ. খসড়া ট্রেডমার্ক বিধিমালা, ২০১২

পূর্বের The Trademarks Rules, 1963 এর স্থলে প্রতিস্থাপনের জন্য বাংলা ভাষায় প্রণীত খসড়া ''ট্রেডমার্ক বিধিমালা, ২০১২'' এর উপর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়া গেছে। উক্ত মতামতের আলোকে ট্রেডমার্ক বিধিমালা, ২০১২ পুনর্গঠনের কাজ শেষ করা হয়েছে।

গ. খসড়া পেটেন্ট আইন ২০১২

পূর্বের The Patents and Designs Act, 1911 কে দুইভাগ করে বাংলা ভাষায় প্রণীত ''বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০১২'' এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে গত ১৬-৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হয়। তাছাড়া খসড়া আইনটির উপর সর্বসাধারণের মতামত চেয়ে Patent Act, 2012 শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েবাসইটে প্রদর্শন করা হয়েছে।

ঘ. খসড়া ডিজাইন আইন, ২০১২

পূর্বের The Patents and Designs Act, 1911কে দুইভাগ করে বাংলা ভাষায় প্রণীত খসড়া ''ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইন আইন, ২০১২'' এর উপর WIPO এর মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। আইনটি অধিদপ্তর কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে অনুমোদনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হলে শিল্প মন্ত্রণালয় কিছু মন্তব্যসহ পুনরায় সংশোধিত ডিজাইন আইন, ২০১২ দাখিলের

পরামর্শ দেয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী খসড়া ডিজাইন আইন, ২০১২ সংশোধনের কাজ সম্পন্ন করে অনুমোদনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে সর্বসাধারণের অবগতি ও মতামতের জন্য খসড়া আইনটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে।

ঙ. Draft Geographical Indications (GI) Act, 2012

খসড়া **Geographical Indications (GI) Act, 2012** এর উপর জনসাধারণের মতামতের জন্য খসড়া জিআই আইনটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের Web-site এ দেয়া হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান ও Stake Holdersদের মতামতের জন্য আইনের হার্ডকপি প্রেরণ করা হয়েছে।

চ. ডিপিডিটির অটোমেশন কার্যক্রম

অধিদপ্তরকে পূর্ণ অটোমেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে WIPO ও DPDT এর মধ্যে স্বাক্ষরিত Cooperation Agreement এর আওতায় IPAS Software এবং Front Desk স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলো অন-লাইনে Receive করাসহ Data Capturing করার কার্যক্রম চলছে। Data Capturing এর দৈনন্দিন কার্যক্রম সাঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সিস্টেম এনালিস্ট ও প্রোগ্রামার দ্বারা মনিটরিং করা হচ্ছে।

৯. ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি সংযুক্ত দপ্তর। জাতীয় এবং কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা সচেতনতা সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নসহ বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এনপিও একটি বিশেষায়িত সংস্থা। বিশ্বায়নের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সৃজনশীলতা প্রচেষ্টায় পণ্যের গুনগত মান উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি একান্তভাবে অপরিহার্য। এনপিও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতসহ জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে অব্যাহতভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর এবং বেসরকারী উদ্যোগে শিল্পায়নকে উৎসাহিত করার মানসে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । এ ছাড়া বাংলাদেশে এপিও সদস্যভূক্ত দেশের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কর্মসূচি কাজে লাগানোর লক্ষ্যে টোকিও ভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এনপিও দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া, এনপিও কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হ'লঃ

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে (জুলাই/১২ – ফেব্রুয়ারি/১৩) এনপিও কর্তৃক বিভিন্ন কারখানা ও এনপিও অফিসে মোট ১০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে যাতে ২৮০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করে । এর পাশাপাশি এনপিও ২টি কর্মশালাও পরিচালনা করেছে । এতে ৫৫ জন অংশ গ্রহণ করেন । এছাড়া গবেষনা প্রতিবেদন-২টি, কারখানায় ফাইভ-এস ও কিউসি সার্কেল গঠন -৭টি, কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠন-৭টি, সচেতনতা প্রচারাভিযান-২৪টি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা-১০টি, উপাত্ত সংগ্রহ-৬০, উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা বিতরণ- ৩,৮০০টি, উপদেষ্টা কমিটির সভা-১টি, এপিও প্রোগ্রামে বাংলাদেশ হতে অংশগ্রহনকারী প্রতিনিধি (আন্তর্জাতিক)-৩০ জন, আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম (এনপিও'র সহায়তায়) ১টি এবং টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস (এনপিও এর সহায়তায়) ১টি, ডেভেলপমেন্ট লার্নিং নেটওয়ার্কের আওতায় ডিসটেন্স লার্নিং কর্মসূচী - ২টি। এছাড়া কারখানা পর্যায়ে ২টি প্রতিষ্ঠানে কাইজেন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এনপি'ও কর্তৃক আয়োজিত উৎপাদনশীলতা বিষয়ক জাতীয় বহুপক্ষীয় সম্মেলনে উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে "প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এ্যাওয়ার্ড'' প্রবর্তনের ঘোষণা দেওয়া হয়। এছাড়া প্রতি বছর ২ অক্টোবরকে উৎপাদনশীলতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের ২০টি সদস্য দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

একমাত্র সরকার প্রধান যিনি এনপিও ও এনপিও'র কার্যক্রমে উপস্থিত হয়ে এর কার্যক্রমকে উৎসাহিত করেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস'' উপলক্ষ্যে বিগত ২ অক্টোবর, ২০১২ এনপিও বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছে।

১০. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) ১৯৬১ সালে স্থাপিত হয়। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিআইএম বিগত পঞ্চাশ বছরেরও অধিক সময় যাবৎ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরামর্শসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিগত সময়ে বিআইএম তিন সহস্রাধিক স্বল্পমেয়াদি কোর্সে চল্লিশ হাজারেরও বেশী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিআইএম পরিচালিত এক বছর ও ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সেও সাত সহস্রাধিক প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। ২০১১-১২ অর্থবছরে বছরে 'সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট' এবং 'ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড রেসপন্স স্ট্রাটেজি', 'ই-গভর্নেন্স এন্ড আই.সি.টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর ইমপ্লিমেন্টেশন ফর ডিজিটাল বাংলাদেশ' 'ব্রান্ড ম্যানেজমেন্ট এন্ড সেটিং প্রোডাক্টস ইন এ কমপিটেটিভ মার্কেট' শীর্ষক ৪টি নতুন স্বল্পমেয়াদী কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময়ে বিআইএম বিভিন্ন সংস্থার নিয়োগ ও বাছাই প্রক্রিয়াকে সুসম্পাদনে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শসেবা ও সহযোগিতা প্রদান করেছে। একই সময়ে গবেষণা কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও আর্ন্তজাতিক সংস্থায় আগ্রহপত্র ও প্রস্তাবনা জমা দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সম্পদ ও বাণিজ্যিক ইউনিট সমূহের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই জরিপের কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে।

এছাড়াও বিআইএম কার্যক্রমকে আরো বিস্তৃত করতে ২০১২-১৩ সালে মাস্টার্স ইন বিজনেস এমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ), ডিপ্লোমা ইন প্রোডাক্টিভিটি এন্ড কোয়ালিটি অ্যাসোরেন্স ইন আরএমজি সেক্টর বিষয়ে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিচালনার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপের আওতায় অপরাপর প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যৌথভাবে পরামর্শসেবা ও গবেষণার কাজ করার জন্য বিভিন্ন চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। উন্নততর প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ডিজিটাল লাইব্রেরি স্থাপনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এসকল পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সুসম্পন্ন হলে বিআইএম একটি আর্ন্তজাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করে এদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে অধিক কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

১১. বাংলাদেশ এক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

বাংলাদেশের বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড গঠিত হয়। বিএবি জাতীয় মান অবকাঠামো (Quality Infrastructure), সাজুয্য নিরূপণ পদ্ধতি (Conformity Assessment Procedure) প্রতিষ্ঠা করে দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের পরিধি সম্প্রসারণ তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ২০০৬ সালে বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর থেকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দায়িত্ব পালন করেন। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহাপরিচালক নিয়োগের মাধ্যমে বোর্ডের কার্যক্রমে গতিসঞ্চার হয়।

আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় মান এর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড সাযুজ্য নিরুপণকারী প্রতিষ্ঠানকে নিম্নোক্ত এ্যাক্রেডিটেশন সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

- টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরিসমূহের এ্যাক্রেডিটেশন;
- মেডিক্যাল ল্যাবরেটরিসমূহের এ্যাক্রেডিটেশন;
- সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের এ্যাক্রেডিটেশন;
- পরিদর্শন প্রতিষ্ঠানসমূহের এ্যাক্রেডিটেশন;
- প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের এ্যাক্রেডিটেশন।

বস্ত্র খাত:

দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বস্ত্র শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পে বর্তমানে প্রায় ৫০ লক্ষাধিক জনবল নিয়োজিত রয়েছে। প্রাথমিক বস্ত্র শিল্প দেশের বর্তমান অভ্যন্তরীণ চাহিদার সিংহভাগ এবং রপ্তানিমুখী নিট ও ওভেন পোশাকের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের যথাক্রমে ৮০-৮৫ শতাংশ এবং ৩৫-৪০ শতাংশ মিটাতে সক্ষম হচ্ছে। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮২ শতাংশ বস্ত্র পণ্য ও তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আসছে। মাল্টি-ফাইবার এ্যারেঞ্জমেন্টস্ (এমএফএ) এর আওতায় বাংলাদেশ গার্মেন্টস্ ও অন্যান্য পণ্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে যে সকল সুবিধা (কোটা ইত্যাদি) পেয়ে আসছিল তা ২০০৫ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে বিলুপ্ত হওয়ার ফলে বাংলাদেশের বস্ত্র ও পোশাক শিল্প বস্ত্র উৎপাদনে অধিকতর সক্ষম দেশসমূহের সাথে রপ্তানি বাণিজ্যে কঠিন প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হচেছ। কারণ উন্নতমানের বস্ত্র উৎপাদনে সক্ষম এ সকল দেশ তাদের উৎপাদিত বস্ত্র দ্বারা পোশাক তৈরি করে সরাসরি বিশ্ব বাজারে রপ্তানির সুযোগ পাচেছ। বর্তমানে দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও বস্ত্রের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা এবং রপ্তানি আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত বস্ত্র ও তৈরী পোশাক রপ্তানি থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ৮০ শতাংশ।

দেশের সূতা ও বস্ত্র মিলের পরিসংখ্যানঃ

বস্ত্র খাতের সিংহভাগ শিল্প কারখানাই ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হচেছ। দেশে বর্তমানে কটন স্পিনিং মিলের সংখ্যা ৪১৬টি (সরকারীখাতে ২২টি ও বেসরকারীখাতে ৩৯৪ টি) এবং এ সকল মিলের সূতা উৎপাদন ক্ষমতা ২০০০.০০ মিলিয়ন কেজি। তাছাড়া বার্ষিক ২১০০ মিলিয়ন মিটার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ৭৭৭টি উইভিং মিল রয়েছে। স্পেশালাইজড টেক্সটাইল ও পাওয়ার লুম ইউনিট ১০৬৫টি যার উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৪০০ মিলিয়ন মিটার। অধিকিন্তু হস্তচালিত ইউনিটের সংখ্যা ১,৪৮,৩৪২টি এবং এর উৎপাদন ক্ষমতা ৮৩৭ মিলিয়ন মিটার। নিটিং, নিট-ডাইয়িং ইউনিটের সংখ্যা সর্বমোট ৩০০০টি, তন্মধ্যে রপ্তানিমুখী ইউনিটের সংখ্যা ১৪০০টি। এছাড়া ডায়িং-প্রিন্টিং এবং ফিনিশিং ইউনিট এর সংখ্যা ২৩৪টি যার উৎপাদন ক্ষমতা ২২০০ মিলিয়ন মিটার।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বস্ত্র সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের বছরওয়ারি ২০০০-০১ সাল থেকে ২০১২-১৩ (ডিসে.'১২) পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ কর্পোরেশন (বিটিএমসি):

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেস (রাষ্ট্রীয়করণ) অর্ডার ২৭, ১৯৭২ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে চালু ও বন্ধ / লে অফসহ মোট ১৮টি মিলের ২২টি ইউনিট রয়েছে। এ ২২টি ইউনিটের মধ্যে ০৪ টি মিলের ০৪ টি ইউনিট সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে সূতা উৎপাদন করছে। ০১টি মিল ভাড়ায় চলছে। অবশিষ্ট ১১টি মিল সার্ভিসচার্জ পার্টি না থাকায় সাময়িক উৎপাদন বন্ধ অবস্থায় আছে, ০২টি মিলে (খুলনা টেক্সটাইল ও চিত্তরঞ্জন কটন মিল) "টেক্সটাইল পল্লী" স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে ২০০০-০১ সাল থেকে ২০১২-১৩ (ডিসেম্বর '১২) অর্থ বছর পর্যন্ত উৎপাদন কার্যক্রম সংক্রান্ত চিত্র নিম্নরূপঃ

সারণি ৮.১০ বিটিএমসি'র মিলসমূহে সুতা উৎপাদনের পরিমাণ

অর্থ বছর	স্থাপিত ক্ষমতা (সংখ্যা)		উৎপাদন	
	টাকু	তাঁত	সুতা (লক্ষ কেজি)	কাপড় (মিঃ মিটার)
২০০০-০১	৩৩৯৬৮০	-	১৪৮.২	-
২০০১-০২	৩৫৬৩৮৪	-	১৪৪.৩	-
২০০২-০৩	৩০৪২৯৬	-	৯৩.৬	-
২০০৩-০৪	১৯৯৮৪০	-	৯৭.১	-

অর্থ বছর	স্থাপিত ক্ষমতা (সংখ্যা)		উৎপাদন	
	টাকু	তাঁত	সুতা (লক্ষ কেজি)	কাপড় (মিঃ মিটার)
২০০৪-০৫	১৯৯৮৪০	-	৯৪.৮	-
২০০৫-০৬	১৯৯৮৪০	-	৮০.০	-
২০০৬-০৭	১৯৫০৮৮	-	৮৮.৬	-
২০০৭-০৮	১৯৫০৮৮	-	৭৯.৫	-
২০০৮-০৯	১৭৬৫১২	-	২৩.৩	-
২০০৯-১০	১৭৬৫১২	-	১১.৪	-
২০১০-১১	১৭৬৫১২	-	২৪.০	-
২০১১-১২	১৭৬৫১২	-	৯.৩	-
২০১২-১৩ (ডিসেম্বর '১২)	১৮৭০৮০	-	৭.২	-

উৎসঃ বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

সাম্প্রতিককালে গৃহীত আর্থিক সংস্কার /নীতি

- বিটিএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের জনবল খাতে ব্যয় হ্রাস এবং লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাঅবসর কর্মসূচির আওতায় ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ৫৭১ জন, ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ২২৮৯ জন, ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ১৩৩ জন, ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৬০ জন, ২০১০-১১ অর্থ বছরে ১৩ জন, ২০১১-১২ অর্থ বছরে ০৬ জন বিদায় করার ফলে পরিচালন ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।
- বিটিএমসি'র অধীনস্থ (১) রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল মিলস ও (২) মাগুরা টেক্সটাইল মিলস বেসরকারীকরণ আইন ও নীতিমালা অনুযায়ী প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক বিক্রয়ের প্রক্রিয়াধীন এবং (১) সিলেট টেক্সটাইল মিলস, (২) কুড়িগ্রাম টেক্সটাইল মিলস ও (৩) ভালিকা উলেন মিলস ১৫-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনে বিক্রয়ের জন্য ন্যস্ত করা হয়।
- বিটিএমসি'র সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে চালু মিলগুলোর মধ্যে কয়েকটি মিলের মেশিনারি স্বল্পতার কারণে কাংখিত উৎপাদন ক্ষমতা ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করতে না পারায় বন্ধ মিল হতে কিছু ভাল মেশিনারি/যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন করায় ইতোমধ্যে কয়েকটি মিলের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদিত সূতার গুণগত মান উন্নত হয়েছে।
- বিটিএমসির ঢাকাস্থ বন্ধ ২/১ টি মিলকে পিপিপি'র আওতায় আধুনিক মেশিনারি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ বন্ধ মিলকে পুনরায় চালুকরণ ও সংস্থাকে লাভবান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচেছ।

২০১২-১৩ সালে বিভিন্ন কার্যক্রম / কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা ও সর্বশেষ অর্জিত অগ্রগতির (হ্রাস/বৃদ্ধির) তুলনামূলক তথ্য ও বিবরণ

- খুলনা টেক্সটাইল মিলকে "খুলনা টেক্সটাইল পল্লী" তে রূপান্তরের লক্ষ্যে ২৪টি ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্লট চিহ্নিতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। একই লক্ষ্যে খুলনা টেক্সটাইল মিলের ন্যায় নারায়ণগঞ্জস্থ চিত্তরঞ্জন কটন মিলের জমিতে আরও ০১টি টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের বিষয় চূড়ান্ত অনুমোদনের নিমিত্ত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- "Vertical Extension of BTMC Bhaban 8th floor to 12th floor and Construction of Car Parking Facility in Adjacent Vacant Land of BTMC" শীর্ষক একটি প্রকল্পের ডিপিডি আওতায় বিটিএমসি ভবন সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- বর্তমানে বিটিএমসি'র অধীনস্থ মিলসমূহের অব্যবহৃত জমি/অপ্রয়োজনীয় জমি বিক্রয় করার নীতি গ্রহণ করেছে যাতে করে উক্ত জমি বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা বিটিএমসি'র বিপুল পরিমাণ ব্যাংক লোনসমূহ ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে শোধ করা সম্ভব হয়।

দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে গৃহীত /প্রণীতব্য কার্যক্রমঃ

বিটিএমসি'র মিলসমূহ দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ ছিল। বর্তমানে বন্ধ মিলগুলো পর্যায়ক্রমে চালু করার ব্যবস্থা নেয়া হচেছ। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিটিএমসি'র ৪ টি (২০১২-১৩ অর্থ বছরে) মিল চালু করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে কিছুটা অবদান রাখছে। বিটিএমসি'র সকল বন্ধ মিল আধুনিক মেশিন দ্বারা চালু করা সম্ভব হলে এ সংস্থা সামাজিক উন্নয়নসহ দারিদ্র্য বিমোচনে আরও অধিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

বস্ত্র দপ্তর

১৯৭৮ সালে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধিদপ্তর হিসেবে বস্ত্র শিল্পের সমন্বিত উন্নয়নে পোষকের দায়িত্ব পালন এবং বস্ত্র শিল্পের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির সাথে সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বস্ত্র দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বস্ত্র দপ্তর শুধু বস্ত্র খাতের জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ডিপ্লোমা কোর্স পাস করে বিভিন্ন স্পিনিং, উইভিং, ডাইয়িং, প্রিন্টিং ও গার্মেন্টস শিল্প কারখানার সুপারভাইজার পর্যায়ে এবং এস এস সি ভোকেশনাল কোর্স পাস করে বিভিন্ন বস্ত্র শিল্প কারখানায় ফ্লোর লেভেলে চাকুরীর সংস্থান করতে পারে। সাম্প্রতিক জারিকৃত প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে বস্ত্রদপ্তরকে বস্ত্রখাতের পোষক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বস্ত্র দপ্তর কর্তৃক বর্তমানে ৫টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মাধ্যমে ৪ বছর মেয়াদি বি,এস,সি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স, ৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স ও ৪০টি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে ২ বছর মেয়াদি এস,এস,সি টেক্সটাইল ভোকেশনাল কোর্স পরিচালিত হচেছ। এই প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে এবং উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির যোগ্যতা এইচ,এস, সি (বিজ্ঞান)/টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটসমূহে ভর্তির যোগ্যতা এস,এস,সি এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট সমূহে ভর্তির যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পাশ। এই সকল প্রতিষ্ঠান হতে উত্তীর্ণ ছাত্র - ছাত্রীরা বিভিন্ন বস্ত্র শিল্প কারখানায় যেমন- স্পিনিং, উইভিং, নীটিং, ডাইয়িং,প্রিন্টিং ও গার্মেন্টস এ চাকুরির সুযোগ পায়।

সারণি ৮.১১: আগামী ২০১৫ সাল পর্যন্ত বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ ও বস্ত্র বিষয়ক দক্ষ জনশক্তির চাহিদা (বস্ত্র দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ২০০৯ সালের সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী) :

ক্রমিক	ডিগ্রীর ধরণ	বর্তমান		
		চাহিদা (২০১৪-১৫)	নিয়োজিত	ঘাটতি (২০১৪-১৫)
১.	বি,এস,সি ইঞ্জিনিয়ার	১৯,৯৯৬	২,০৩৪	১৭,৯৬২
২.	ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার	৪৪,৮৬৩	৩,৫১০	৪১,৩৫৩
৩.	সার্টিফিকেট ও এস এস সি	৭০,০০০	১০,৮৬৬	৫৯,১৩৪
	মোটঃ	১,৩৪,৮৫৯	১৬,৪১০	১,১৮,৪৪৯

উৎসঃ বস্ত্র দপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের বছরওয়ারী পরিসংখ্যানঃ

২০০০-০১ থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত সময়ে বস্ত্র দপ্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হতে নিম্নে বর্ণিত বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ ও বস্ত্র বিষয়ক দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি হয়েছেঃ

সারণি ৮.১২: টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট (৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং)

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ	পাশের হার (%)
২০০০-০১	২৮১	২২৯	৮১.৪৯
২০০১-০২	৩৫৭	২৪৩	৬৮.০৭
২০০২-০৩	৫০৮	৪১২	৮১.১০
২০০৩-০৪	৩৬০	পরীক্ষা হয়নি।	-
২০০৪-০৫	২৪৪	২২৬	৯২.২৮
২০০৫-০৬	৩৪৪	২৯৫	৮৫.৫১
২০০৬-০৭	৪৬৭	৩৩৭	৭২.১৬
২০০৭-০৮	৪৭২	৩৮৩	৭৯.৩৬
২০০৮-০৯	১০১৪	৬১২	৬০.৩৫
২০০৯-১০	৮০৪	৭৮০	৯৭.০১
২০১০-১১	১০৬১	৯৫৬	৯০.১০
২০১১-১২	৮৭৮	৭৮৩	৮৯.১৮
২০১২-১৩ (ডিসে. '১২)	৮৬৬	৭৭৭	৮৯.৭২
মোট	**৭,৬৫৬**	**৬,০৩৩**	**৭৯.০০**

উৎসঃ বস্ত্র দপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

সারণি ৮.১৩: টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট (২ বছর মেয়াদি এস.এস.সি কোর্স)

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ	পাশের হার (%)
২০০০-০১	১০২০	৬৮২	৬৬.৮৬
২০০১-০২	১০২২	৭১৮	৭০.২৫
২০০২-০৩	১২৭৩	৭৭৪	৬০.৮০
২০০৩-০৪	১৩১০	৮৪৯	৬৪.৮১
২০০৪-০৫	১৩২০	৮০৭	৬১.১৪
২০০৫-০৬	১৫১১	১১৪৩	৭৫.৬৪
২০০৬-০৭	১৬২৯	১১২৪	৬৯.০
২০০৭-০৮	২০৬৬	১৪৮১	৭১.৬৮
২০০৮-০৯	১৯১১	১৫০৩	৭৮.৬৫
২০০৯-১০	২১৩০	১৯৫৮	৯১.৯২
২০১০-১১	২৮৮৯	১৯৮২	৬৮.৬১
২০১১-১২	১৯৬২	১৮০৯	৯২.২০
২০১২-১৩ (ডিসে. '১২)	২৩১৬	২০৭৪	৮৯.৫৫
মোট	**২২৩৫৯**	**১৬৯০৪**	**৭৫.৬০**

উৎসঃ বস্ত্র দপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

সারণি ৮.১৪: টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (৪ বছর মেয়াদি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী)

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ	পাশের হার (%)
২০১১-১২	১৯০	১৮০	৯৪.৭৪
২০১২-১৩ (ডিসে. '১২)	৮০	৮০	১০০.০০
মোট	**২৭০**	**২৬০**	**৯৬**

উৎসঃ বস্ত্র দপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

৫টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মধ্যে ১টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বি,এস,সি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। অপর ৪ টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বি,এস,সি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

বস্ত্র দপ্তরের অধীনস্থ ৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও ৪০টি এসএসসি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট এর মানোন্নয়ন ও আধুনিকীকরণার্থে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ২০০০-০১ থেকে ২০১২-১৩ (ফেব্রুয়ারি '১৩) অর্থ বছরের বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হলো।

সারণি ৮.১৫: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত বস্ত্র দপ্তরের প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়ঃ

সাল	প্রকল্পের সংখ্যা	মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়নের হার (%)
২০০১-০২	৩ টি	৮৯২.৮১	৮০৬.৭৩	৯০.৩৫
২০০২-০৩	২ টি	১,১০৯.০০	৫১৯.৩১	৪৬.৮৩
২০০৩-০৪	২ টি	১,৯৬৬.০০	১,০২৫.৭০	৯৯.৬৬
২০০৪-০৫	২ টি	১,৩৩০.০০	১,৩২৬.৪৪	৯৯.৭৩
২০০৫-০৬	২ টি	৮৩৬.০০	৪০১.২৮	৯৭.০০
২০০৬-০৭	৬ টি	১,৩০৬.০০	১৯৬.২৫	১৫.০৩
২০০৭-০৮	৫ টি	২,৬৫২.০০	১,৭৮৮.৫১	৬৭.৪৪
২০০৮-০৯	৫ টি	১,৭৭৮.০০	১,৭০৮.৯০৬	৯৬.১১
২০০৯-১০	৫ টি	২,৪৭৪.৬৭	২,৪০৩.৩৫	৯৭.১২
২০১০-১১	৮ টি	৪,৩০৪.৪৫	৪,২৮৭.৭৪	৯৯.১৫
২০১১-১২	৮ টি	৬,৮২১.৬০	৬,৩১১.৯১	৯২.৫৩
২০১২-১৩ (ফেব্রু. '১৩)	৮ টি	১০,২০৩.০০	৩,৭৮৪.১৮৮	৩৭.০৮

উৎসঃ বস্ত্র দপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

তথ্য প্রযুক্তির প্রসার

টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও বস্ত্র শিল্পকারখানার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বধানে বস্ত্র দপ্তরে একটি এম আই এস সেল স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রেশম বোর্ড (বারেবো)

বাংলাদেশ রেশম বোর্ড (বারেবো) সেরিকালচার ও রেশম শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বারেবো এ যাবত মোট ১৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে এবং বর্তমানে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের চলমান প্রকল্প

বারেবো'র অধীনে বর্তমানে নিম্নোক্ত ২টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছেঃ

(১) "বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন" (জুলাই ২০০৯- জুন ২০১৪) শীর্ষক প্রকল্প জেডিসিএফ এর অর্থায়নে বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা। সরকারী ও বেসরকারী খাতের ৩টি সংস্থা নিয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির শুরু থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৯৫১.৮৬ লক্ষ টাকা।

(২) "পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে রেশম চাষ সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (২০০৮-১২)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬৯.৫৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির শুরু থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৪০.৭০ লক্ষ টাকা।

উল্লিখিত প্রকল্প দু'টির ২০১২-১৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত মূখ্য খাতে অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপঃ

সারণি ৮.১৬: বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের প্রকল্পসমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও মুখ্য খাতে অর্জিত সাফল্যঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	পণ্যের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য ফেব্রুয়ারী ২০১৩ পর্যন্ত
(১)	বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (জুলাই২০০৯-জুন ২০১৪)	(ক) তুঁত চারা উৎপাদন ও বিতরণ	৪.০০ লক্ষ টি	৪.০০ লক্ষ টি তুঁত চারা উৎপাদনের কার্যক্রম চলছে।
		(খ) রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন	৫.০০ লক্ষ টি	২,৬৭,৫৫৬ টি
		(গ) রেশম গুটি উৎপাদন	২.০০ লক্ষ কেজি	৬৫,৪৭৪.৬০ কেজি
		(ঘ) বীজগুটি উৎপাদন	৯,০০০ কেজি	২,৩১১ কেজি
		(ঙ) প্রশিক্ষণ	৩৮৫ জন	৩১১ জন
(২)	পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে রেশম চাষ সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (২০০৮-২০১২)	(ক) তুঁত চারা উৎপাদন ও বিতরণ	৫০,০০০ টি	৫০,০০০ টি তুঁত চারা উৎপাদনের কার্যক্রম চলছে।
		(খ) রোগমুক্ত রেশম ডিম সরবরাহ	২৫,২০০ টি	১৪,০০০ টি
		(গ) রেশম গুটি ক্রয় ও কাটাই	৯০০ কেজি	১,৩৩৬ কেজি
		(ঘ) প্রশিক্ষণ	৬০ জন	-

উৎসঃ বাংলাদেশ রেশম বোর্ড (বারেবো), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

বারেবোর অধীনে বছরওয়ারি মুখ্য খাতে অর্জিত সাফল্য

২০০০-০১ সাল হতে ২০১২-১৩ (ফেব্রুয়ারী '১৩) সাল পর্যন্ত সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সূতা ও রেশম বস্ত্র উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হলোঃ

সারণি ৮.১৭: সরকারী খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সূতা ও রেশম বস্ত্র উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাদি

সাল	রোগমুক্ত রেশম ডিম (লক্ষ সংখ্যা)	রেশম গুটি (লক্ষ কেজি)	রেশম সুতা (হাজার কেজি)	ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান (লক্ষ টাকা)	
				রেশম চাষী	রেশম তাঁতী
২০০১-০২	৩.৪২	০.৯২	২.০৩	-	-
২০০২-০৩	৩.০৪	০.৮২	০.০৯	-	-
২০০৩-০৪	৩.৪২	১.২২	০.০৮	-	-
২০০৪-০৫	৩.২২	১.২১	০.০৭	-	-
২০০৫-০৬	৩.৬৬	১.৬০	১.৩	-	-
২০০৬-০৭	৩.৭৩	১.৬৩	১.০৫	বিতরণঃ ২২৬.৭২ আদায়ঃ ১৩৯.৩৩	-
২০০৭-০৮	৩.৪৬	১.৪৪	০.৩৫৬	বিতরণঃ ২২৯.৩৮ আদায়ঃ ১৪৮.৩১	-
২০০৮-০৯	৪.০৩	১.৫৬	০.৭৫	বিতরণঃ ২৩০.৩০ আদায়ঃ ১৭৩.০২	বিতরণঃ ৪৯.১৪ আদায়ঃ ৩৯.৬৯
২০০৯-১০	৫.৫০	১.৪৭	১.২৯	বিতরণঃ ২৩০.৬৯ আদায়ঃ ১৮০.৮৫	বিতরণঃ ৪৯.১৪ আদায়ঃ ৪০.২৩
২০১০-১১	৪.৬৭	১.৭৬৪	২.১৫৯	বিতরণঃ ২৩১.০৫ আদায়ঃ ১৯১.৫২	বিতরণঃ ৪৯.১৪ আদায়ঃ ৪০.৮১

সাল	রোগমুক্ত রেশম ডিম (লক্ষ সংখ্যা)	রেশম গুটি (লক্ষ কেজি)	রেশম সুতা (হাজার কেজি)	ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান (লক্ষ টাকা)	
				রেশম চাষী	রেশম তাঁতী
২০১১-১২	৪.৪৩২	১.৮০	২.৬৬৬	বিতরণঃ - আদায়ঃ ১৯৮.২০	বিতরণঃ - আদায়ঃ ২৩৩.০০
২০১২-১৩ (ফেব্রু. '১৩)	২.৬৭৫	০.৬৬৮	০.৮৮	বিতরণঃ - আদায়ঃ ২০০.৩৭	বিতরণঃ - আদায়ঃ ২৩৫.৬৮

উৎসঃ বাংলাদেশ রেশম বোর্ড (বারেবো), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

বেকারত্ব দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচনে প্রকল্পসমূহের প্রভাব :

রেশম চাষ একটি শ্রমনির্ভর কুটির শিল্প। গ্রামীণ অবহেলিত ও দরিদ্র্য মহিলারা এ শিল্পের মাধ্যমে বাড়তি আয় উর্পাজনে সুযোগ লাভ করে থাকেন। রেশম চাষ করে তাঁরা সহজেই তাঁদের বেকারত্ব তথা দারিদ্র্যত দূর করতে পারেন। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড দেশের আনাচে-কানাচে নিবিড়ভাবে রেশম চাষের লক্ষ্যে বিভিন্ন সম্প্রসারণ এলাকায় ৮টি আদর্শ রেশম পল্লী, ১৫ টি আবাসন রেশম পল্লী ও ২৭ টি চাকি রিয়ারিং সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর বেকারত্ব দূরীকরণে সহায়তা করছে। এছাড়াও রেশম চাষীদেরকে রেশম চাষের বিভিন্ন কলাকৌশলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও পশু পালন সামগ্রী যেমন পলুঘর, ডালা-চন্দ্রকী, তাঁতি/রিলারদের কাটঘাই, চরকা মেশিন, রিলিং মেশিন প্রকল্পের অর্থায়নে সরবরাহ দিয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (বাতাঁবো):

দেশে হস্তচালিত তাঁত শিল্প তথা তাঁতিদের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে সর্বপ্রকার সহায়তা ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে এক অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরই তাঁত শিল্পের স্থান। তাঁত শুমারী, ২০০৩ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে মোট তাঁত সংখ্যা ৫,০৫,৫৫৬টি। এর মধ্যে ৩,১৩,২৪৫টি তাঁত চালু আর বাকি প্রায় ১,৯২,৩১১টি তাঁত অচল রয়েছে। তাঁত অচল থাকার প্রধান কারণ চলতি মূলধনের অভাব। এই শিল্পে সারা বছর প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ। তাঁত শিল্পে বর্তমানে বছরে প্রায় ৮৩ কোটি মিটার তাঁত বস্ত্র উৎপাদিত হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদা মেটাতে দেশে উৎপাদিত মোট বস্ত্রের ৪০ শতাংশেরও বেশী তাঁত শিল্পে উৎপাদিত হয়। এ শিল্পের মূল্য সংযোজনের পরিমাণ প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উন্নয়ন কার্যক্রম

তাঁত সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ইতোমধ্যে বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ সব প্রকল্প দেশের তাঁত শিল্প ও তাঁতিদের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

২০০০-০১ সাল থেকে ২০১২-১৩ (ফেব্রুয়ারি'১৩ পর্যন্ত) সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বছরওয়ারি বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলোঃ

সারণি ৮.১৮: বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বছরওয়ারি বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা/বরাদ্দ	ব্যয়	হ্রাস/বৃদ্ধি
২০০১-০২	২৫০.০০	২৫০.০০	-
২০০২-০৩	৪০০.০০	৪০০.০০	-
২০০৩-০৪	৮৩৯.০০	৮৩৯.০০	-
২০০৪-০৫	১১০০.০০	১০৯৬.১৫	(+) ৩.৮৫
২০০৫-০৬	১১৩৪.০০	১১৩২.৯৩	(+) ১.০৭৪
২০০৬-০৭	-	-	-
২০০৭-০৮	১৪২.০০	১০.৮১	(+) ১৩১.১৯
২০০৮-০৯	৬৫.০০	৪২.১৭	(+) ২২.৮৩

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা/বরাদ্দ	ব্যয়	হ্রাস/বৃদ্ধি
২০০৯-১০	৩৭৬.০০	৩৪৯.৫৬	(+) ২৬.৪৪
২০১০-১১	৬৫০.০০	৫২০.৫০	(+) ১২৯.৫০
২০১১-১২	৩৩০.০০	২৩.৮৩	(+) ৩০৬.১৭
২০১২-১৩ (ফেব্রু./১৩)	৫০০.০০ (ফেব্রু./১৩ পর্যন্ত)	১৪.১৩	(+) ৪৮৫.৮৭
মোটঃ	**৫৭৮৬.০০**	**৪৬৭৯.০৮**	**(+) ১১০৬.৯২**

উৎসঃ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (বাতাঁবো), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

* ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের এডিপিতে কোন বরাদ্দ না থাকায় লক্ষ্যমাত্রা ও ব্যয় দেখানো সম্ভব হয়নি।

২০১২-১৩ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রম/কর্মসূচির লক্ষ্য ও সর্বশেষ অর্জিত অগ্রগতির (হ্রাস/বৃদ্ধি) তুলনামূলক পরিসংখ্যান ও তথ্য নিম্নরূপঃ

সারণি ৮.১৯: বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রম/কর্মসূচির লক্ষ্য ও সর্বশেষ অর্জিত অগ্রগতির (হ্রাস/বৃদ্ধি) তুলনামূলক পরিসংখ্যানঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের / কর্মসূচির নাম	অনুমোদন পর্যায়	বিনিয়োগ ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব অগ্রগতি
	চলতি প্রকল্পঃ					
১.	তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন, বেসিক সেন্টার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	অনুমোদিত	৩,৫৫৫.৮৬	২৮২.৯৩৫	২৩.৩৪%	১৩%
	নতুন প্রকল্পঃ					
১.	বিদ্যমান বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিসি) আধুনিকীকরণ, মাধবদী, নরসিংদী	অননুমোদিত	৩,২৩২.১৩	প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য যে, বিগত ৪-১১-২০১২ তারিখে পিইসি সভা সিদ্ধান্তের আলোকে ৩২৩২.১৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে ডিপিপিটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপিটি এর ওপর একনেক সভা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে পরিকল্পনা কমিশন থেকে জানা যায়।		
২.	তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় ৩টি সার্ভিস সেন্টার স্থাপন	অননুমোদিত	৫,০৫৩.৯০	প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ বিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য যে, বিগত ৪-১১-২০১২ তারিখে পিইসি এর সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৫০৫৩.৯০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রকল্প প্রস্তাবের ওপর একনেক সভা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে পরিকল্পনা কমিশন থেকে জানা যায়।		
৩.	প্রান্তিক তাঁতীদের জন্য ২১টি স্থায়ী তাঁত মেলা	অননুমোদিত	১,৩৭৪.৩৭	-		
৪.	সিলেট, বেড়া (পাবনা) ও রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ	অননুমোদিত	২,৫৪৯.৩৬	-		
৫.	আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর তাঁত ব্যবস্থা প্রবর্তন	অননুমোদিত	৩৩১.৫৭	-		
	চলমান কর্মসূচিঃ					
১.	"বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BHETI), নরসিংদী কেন্দ্রের বিদ্যমান বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কারকরণ কর্মসূচি" (PPNB)	অনুমোদিত	১৮০.৭৫	১৪৬.২৫৫	১০০%	১০০%
২.	"বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থাপনা মেরামত/ সংস্কারকরণ কর্মসূচি"	অনুমোদিত	৪৭১.৫৭	১৬৪.৭০২	৭৬%	৩৫%
৩.	"সিলেটের মনিপুরী তাঁত শিল্পের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, নক্সা উন্নয়ন, তাঁত বস্ত্র প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন (সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত কর্মসূচি।	অনুমোদিত	৪২.১০	৩২.৪৭৫	১০০%	৮৬%
	সম্ভাব্য কর্মসূচি					
১	রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা	অননুমোদিত	৩২.৩২	-	-	-

উৎসঃ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (বাতাঁবো), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

সাম্প্রতিককালে গৃহীত আর্থিক সংস্কার/নীতি এবং সুশাসন সংক্রান্ত কার্যক্রমের (২০১২-১৩ সালের) বিশদ বিবরণঃ

দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্র ঋণ ও বেসরকারীকরণ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বর্তমানে চলমান "তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি"র আওতায় জানুয়ারী ২০১৩ পর্যন্ত ৩৭,৭৫৫ জন তাঁতীকে ৪৭,৭২৭ টি তাঁতের বিপরীতে মোট ৫৪২৩.১২ লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এ পর্যন্ত ১.২০ লক্ষ তাঁতির কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে। এ কর্মসূচিটি ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এছাড়া বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক দারিদ্র্য বিমোচন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে প্রান্তিক তাঁতীদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করছে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য ইতোমধ্যে গৃহীত কার্যক্রম

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের জন্য একটি ওয়েবসাইট তৈরী করা হয়েছে, যার ঠিকানা www.bhb.gov.bd । অধিকন্তু বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ওয়েবসাইট উন্নত করা, একই সাথে কাজকর্মে গতিশীলতা আনয়ন ও তা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য অটোমেশন করার লক্ষ্যে ২৮.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে একটি কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন প্রকল্প

Strengthening of **NITER, Textile Colleges and TSMU for Development of Textile Sector**

মালটি ফাইবার এ্যারেঞ্জমেন্টস (এমএফএ) উত্তর কোটা ফ্রি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্থানীয় বস্ত্র শিল্পকে অধিকতর প্রতিযোগী করার উদ্দেশ্যে বস্ত্র পণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিট্রেড ও বস্ত্রদপ্তরের অধীন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কারিগরি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বস্ত্র শিল্পের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বস্ত্র শিল্পের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়নে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি খাতকে কারিগরি সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইইউ/ইউনিডোর আর্থিক সহায়তায় "Strengthening of NITER, Textile Colleges and TSMU for Development of Textile Sector" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ জুলাই ২০১০ থেকে আরম্ভ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮৮৪.৩২ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ১৫৪৪.৩২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের বাস্তবায়ন কাজ দেশি ও বিদেশি পরামর্শকগণ কর্তৃক সম্পাদিত হচেছ। জুলাই ২০১০ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রকল্প খাতে ৮৯৫.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন

১৯৯৭ সনে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রেশম চাষে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রেশম খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন (বিএসএফ) নামে একটি অমুনাফাভোগী কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়। রেশম শিল্পের উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতা কাটিয়ে ও উৎপাদনের সকল স্তরের কর্মকান্ডে লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের রেশম পণ্য উৎপাদন ও এ শিল্পের টেকসই উন্নয়ন করাই ছিল 'সিল্ক ফাউন্ডেশন' গঠনের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিষ্ঠার পর আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তায় "রেশম উন্নয়ন প্রকল্প" (জুলাই ২০০০-জুন ২০০৩) নামক একটি যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব সিল্ক ফাউন্ডেশনকে দেয়া হয়। রেশম উন্নয়ন প্রকল্পের অর্জিত ফলাফলের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার লক্ষ্যে সিল্ক ফাউন্ডেশন একটি ৪ বছর মেয়াদি (২০০৫-০৯) "টেকসই রেশম উন্নয়ন কর্মসূচি" গ্রহণ করে। কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচেছঃ (ক) রেশম চাষকে টেকসই পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা (খ) দেশিয় রেশম সূতার মানোন্নয়ন এবং (গ) সিল্ক ফাউন্ডেশনকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা।"টেকসই রেশম উন্নয়ন কর্মসূচি" জুন ২০০৯ এ শেষ হয়।

চলমান কার্যক্রম

চলতি বছর বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন "বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি খাতে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক ৫ (জুলাই ২০০৯ - জুন ২০১৪) বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন প্রকল্পটি যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো- (ক) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক রেশম চাষিদের উচ্চ ফলনশীল তুঁত বাগান তৈরি এবং উন্নতমানের রেশম গুটি উৎপাদনে সহায়তা প্রদানসহ তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে মডেল হিসেবে রেশম পল্লী স্থাপন (খ) দেশে তুঁত গাছ ও রেশম পোকার জাত উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত জাতের তুঁতগাছ /তুঁতকাটিংস এবং রেশম ডিম চাষিদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহকরণ (গ) দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উন্নত ও মানসম্পন্ন রেশম উৎপাদনের প্রচেষ্টা জোরদারকরণ (ঘ) রেশম তথা রেশম পণ্য উৎপাদনে বিভিন্ন পর্যায়ের শিল্পোদ্যোক্তাগণের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে রেশম শিল্পের প্রসার ও উন্নয়ন ঘটানো (ঙ) রেশমের বিভিন্ন স্তরে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাগ্রহণ (চ) রেশম সামগ্রীর জন্য দেশে বিদেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজার উন্নয়নের ব্যবস্থাকরণ (ছ) রেশম কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ দারিদ্র বিমোচনে সহায়তাকরণ।

সিল্ক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২০০৯ থেকে ২০১৩ (ফেব্রুয়ারি, ২০১৩) পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রম, লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

সারণি ৮.২০: বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম, লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির বিবরণঃ

কার্যক্রমের বিবরণ	২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		২০১১-১২		২০১২-১৩ (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
তুঁত চাষ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৫০ বিঘা	১৫০ বিঘা	১৫০ বিঘা	১৫০ বিঘা	১৫০ বিঘা	১৫০ বিঘা	১৫০ বিঘা	১৫০ বিঘা
রেশম বীজ / ডিম উৎপাদন	২.০০ লাখ	৪৮,০০০টি	২.৭০ লাখ	৪৮,২০০ টি	০.৭৫ লাখ	৪৮,৬০০ টি	১ লাখ	২২,৯৫৬ টি
রেশম গুটি উৎপাদন	৬,৮০০ কেজি	৭,৯২১ কেজি	৭,৫০০ কেজি	৭,৪৭৭ কেজি	৮,০০০ কেজি	৩,৪৯৬ কেজি	৮,০০০ কেজি	৪,৪৭৪ কেজি
রেশম সূতা উৎপাদন	৫৫০ কেজি	৪৮৮ কেজি	১,০০০ কেজি	৮৬২ কেজি	৬৫০ কেজি	৫৫৩ কেজি	৬০০ কেজি	৩৪৫ কেজি
রেশম গুটি ক্রয়	৩,২০০ কেজি	২,৩৫২ কেজি	৫,৫০০ কেজি	৫,৫৮৯ কেজি	৩,০০০ কেজি	১,৭৪০ কেজি	১,০০০ কেজি	৬৫৯ কেজি
বসনী প্রশিক্ষণ	৪০ জন	৪০ জন	১০০ জন	১০০ জন	১০০ জন	২০ জন	৬০ জন	৬০ জন
রিলার / স্পিনার প্রশিক্ষণ	৪০ জন	৪০ জন	৪০ জন	৪০ জন	৪০ জন	২০ জন	২০ জন	২০ জন
কর্মচারী প্রশিক্ষণ	-	-	৫ জন	৬ জন	২ জন	২ জন	-	১ জন

উৎসঃ বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

পাট খাত

অতীতে প্রধান রপ্তানি পণ্য হিসেবে সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো পাটখাত থেকে। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম আঁশ ও বিভিন্ন সিনথেটিক দ্রব্যের আবির্ভাব এবং এর সহজলভ্যতা ও তুলনামূলকভাবে স্বল্প দামের কারণে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা ও মূল্য হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর অপরিশোধিত বর্জ্য পরিবেশ দূষণের কারণে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি হওয়ায় পরিবেশ বান্ধব পাট ও পাট পণ্যের প্রতি পুনরায় বিশ্ব সমাজের আগ্রহ ও চাহিদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রচলিত পাটপণ্য সামগ্রির পাশাপাশি বহুমুখী পাটপণ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী ২০০৯ সাল "আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক তন্তু বর্ষ" হিসেবে উদযাপিত হয়েছে। বিশ্ববাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পাট ও পাট শিল্পকে প্রতিযোগি করে তোলা এবং পাটখাতের সার্বিক উন্নয়নের

লক্ষ্যে সরকার ঘোষিত "শিল্পনীতি আদেশ ২০১০" এ পাটজাত পণ্যকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে 'পাটনীতি-২০১১' অনুমোদিত হয়েছে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পাট সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের বছরওয়ারি ২০০০-০১ সাল থেকে ২০১২-১৩ (ডিসেম্বর/১২) পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি

পাট অধিদপ্তর

পাট অধিদপ্তরের কার্যাবলিঃ

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটপণ্যের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবসায়ে অনিয়ম রোধকল্পে পাট অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। সংক্ষিপ্তাকারে পাট অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

- পাট অধ্যাদেশ, ১৯৬২ এবং পাট (লাইসেন্সি এন্ড এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ১৯৬৪ এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন;
- পাট ও পাটপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ;
- পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি বার্ষিক মজুদ ও মূল্য সম্পর্কিত তথ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংকলন ও
- পাট খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

উন্নয়ন কার্যক্রম ও রাজস্ব আয়

১৯৬২ সালের পাট অধ্যাদেশ এবং ১৯৬৪ সালের পাট বিধিমালার আলোকে পাট ও পাটপণ্য ব্যবসায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া সরকার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুলাই, ১৯৯৫ থেকে কাঁচা পাট রপ্তানির ক্ষেত্রে বেল প্রতি ২.০০ (দুই টাকা) এবং পাটপণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে মূল্যের ১০০.০০ টাকায় ০.১০ টাকা (দশ পয়সা) হারে রাজস্ব আদায় অব্যাহত আছে। ২০০৯-১০ সাল হতে ২০১১-১৩ সাল পর্যন্ত অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বছরওয়ারি অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপঃ

সারণি ৮.২১: পাট অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বছরওয়ারি অর্জিত সাফল্যের বিবরণঃ

বছর	লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)	অর্জন (লক্ষ টাকায়)	হ্রাস/বৃদ্ধি (%)
২০০৯-১০	৪৮৩.০৮	৬৩২.১৪	(+) ৩০.৮৫
২০১০-১১	৫০২.১৮	৭৮৯.৬৮	(+) ৫৭.২৫
২০১১-১২	৭৬০.০৮	১১৩৫.৫৪	(+) ৪৯.৩৯
২০১২-১৩ (জানু/১৩ পর্যন্ত)	৮০৯.১০	৭৬৩.৪৬	(+) ৫.৬৪

উৎসঃ পাট অধিদপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

পাট অধিদপ্তর কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় সমন্বিত উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন শীর্ষক কর্মসূচি জুলাই, ২০০২ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে দেশের ৩৫ টি জেলার ১০০ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়। কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাতের পাট ও পাটবীজ উৎপাদন ও গুণগত মান উন্নয়ন। জুলাই, ২০০২ হতে জুন, ২০১১ পর্যন্ত কর্মসূচীর অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮.৩১ কোটি টাকা ও ২৫.৯০ কোটি টাকা।

সমাপ্ত কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাটবীজ উৎপাদনের স্বয়ম্ভরতা অর্জন এবং মানসম্মত পাট উৎপাদনে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর আওতায় উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন শীর্ষক প্রকল্প জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ মেয়াদে দেশের ৪৪টি জেলার ২০০ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত সমাপ্ত কর্মসূচি এবং চলতি প্রকল্পের অর্জনসমূহ নিম্নরূপঃ

সারণি ৮.২২: পাট অধিদপ্তর কর্তৃক উফশী পাটবীজ ও পাট উৎপাদন এবং চাষী প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বছরওয়ারি অর্জিত সাফল্যের বিবরণঃ

বছর	উফশী পাটবীজ উৎপাদন (মেঃ টন)		উফশী পাট উৎপাদন		চাষী প্রশিক্ষণ	
	লক্ষমাত্রা	অর্জন	লক্ষমাত্রা	অর্জন	লক্ষমাত্রা	অর্জন
২০০৯-১০	৪.০০	৪১০	১.৩০	১.২৯	৫,০০০	৪,৯০৯
২০১০-১১	৪.০০	৪১২	১.৩০	১.২৭	৫,০০০	৪,৯৬০
২০১১-১২	১,৫০০	৮০০	১৩.০০	৭.৩৭	২০,০০০	১,১৮০
২০১২-১৩ (জানু./১৩ পর্যন্ত)	১,৮০০	কার্যক্রম চলছে	১৩.০০	-	২০,০০০	-

উৎসঃ পাট অধিদপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং সংকলন

পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন মূলতঃ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা ও বাজার মূল্যের উপর নির্ভরশীল। এ সব কারণে পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি এবং রপ্তানি মূল্যের ব্যাপক উঠা-নামা হয়ে থাকে। অধিদপ্তরে প্রাপ্ত তথ্য মতে ২০০১-০২ সাল হতে ২০১২-১৩ সাল পর্যন্ত দেশে পাট ও পাটপণ্য উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের বিবরণী নিম্নরূপঃ

(ক) কাঁচা পাটঃ

সারণি ৮.২৩: দেশে পাট ও পাটপণ্য উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের বিবরণীঃ

(পরিমাণ লক্ষ বেল)

অর্থ বছর	উৎপাদন	স্থানীয় ব্যবহার	রপ্তানী	রপ্তানী মূল্য (লক্ষ টাকা)
২০০১-০২	৫১.৩৭	৩৭.২৬	১৪.১১	৩৭,৫৩৫
২০০২-০৩	৪৪.০৮	১৮.৮৯	২৫.১৯	৫১,৭৬৬
২০০৩-০৪	৫৩.৫০	৩৪.৪৫	১৯.০৫	৪৭,৭৪৬
২০০৪-০৫	৫০.০০	৩২.৯৬	১৭.০৪	৫৫,৯২২
২০০৫-০৬	৫০.০০	২৫.৫৩	২৪.৪৭	৯৭,৭২৭
২০০৬-০৭	৬৫.৯১	৪১.৪৮	২৪.৪৩	১০১,৬২০
২০০৭-০৮	৬৮.৭১	৪০.০০	২৮.৭১	১০৩,৩৪০
২০০৮-০৯	৫১.৭২	৩৪.২২	১৭.৫০	৯২,১০০
২০০৯-১০	৫৯.৪৫	৪৩.৪৬	১৫.৯৯	১১৩,০৮৪
২০১০-১১	৭৮.০২	৫৬.৯০	২১.১২	১৯০,৬৭৬
২০১১-১২	৭৮.০৫	৫৫.২০	২২.৮৫	১৫৪,০৬৬
২০১২-১৩ (জানুয়ারী/১৩)	৭৮.২৬ (প্রাক্কলিত)	-	১২.২৪	৮৩,৬২১

উৎসঃ পাট অধিদপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

(খ) পাটজাত পণ্যঃ

সারণি ৮.২৪: পাটজাত পণ্য উৎপাদন, স্থানীয় ব্যবহার, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের বিবরণীঃ

(পরিমাণ লক্ষ' মেঃ টন)

অর্থ বছর	উৎপাদন	স্থানীয় ব্যবহার	রপ্তানী	রপ্তানী মূল্য (লক্ষ টাকা)
২০০২-০৩	৪.৯৯	১.০০	৩.৯১	১২৩,৬৮০
২০০৩-০৪	৪.৯৯	০.৮৬	৩.৯৫	১১৮,৭৫০
২০০৪-০৫	৪.৫১	১.০৭	৩.৯১	১৪২,৩১০
২০০৫-০৬	৬.৭৫	১.৮০	৪.৯৫	২০২,৪১০
২০০৬-০৭	৫.৮৪	১.০৪	৪.৭১	২২১,৫৩০
২০০৭-০৮	৬.৫১	০.৮৩	৫.৩৪	২৫২,৬৭
২০০৮-০৯	৫.৮৯	০.৮৫	৪.৮২	২০৫,০০০
২০০৯-১০	৬.৯৫	০.৯২	৫.৭৭	৩৯৬,৩৫৪
২০১০-১১	৬.৮৮	১.৩৩	৪.৭৯	৪৫৬,৯৪২
২০১১-১২	৭.১৪	০.৪৫	৬.৬৯	৫১৭,৪০০
২০১২-১৩ (জানুয়ারী/১৩)	৭.১৪	৪.০৭	৩.০৭	২২৬,৭৯৯

উৎসঃ পাট অধিদপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সালে ব্যক্তি মালিকানাধীন ও পরিত্যক্ত পাটকলসমুহ পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন গঠিত হয় এবং মোট ৮২টি পাটকল হতে ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালের এর মধ্যে মোট ৫০টি মিল বিরাষ্ট্রীয়করণ, ২টি মিল স্ক্র্যাপ ও ২টি প্রাইভেটাইজেশান কমিশনে হস্তান্তরের পর ১টি বন্ধ মিল ও ৩টি নন-জুট মিলসহ বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিল কারখানার সংখ্যা বর্তমানে ২৭টি। বর্তমান সরকারের কলকারখানা চালুকরণ নীতির আওতায় বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন বন্ধ করে দেয়া পিপলস জুট মিলস লিঃ কে খালিশপুর জুট মিলস লিঃ নামে ৫ মার্চ ২০১১ তারিখে এবং কওমী জুট মিলস লিঃ কে জাতীয় জুট মিলস লিঃ নামে ৯ এপ্রিল ২০১১ তারিখে পুনঃ চালু করা হয়েছে।

২০০০-০১ সাল হতে ২০১২-১৩ (ডিসেম্বর '১২) অর্থ বছরে বিজেএমসির কার্য সম্পাদন:

বিজেএমসির মিল সমূহে প্রধানতঃ হেসিয়ান, স্যাকিং, কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ উৎপাদিত হয়। এছাড়া কয়েকটি পাটকলে উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য পাটের সূতা, জিওজুট, কটন ব্যাগ, নার্সারী পট, ফাইল কভার ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটকলসমূহের ২০০০-০১ সাল হতে ২০১২-১৩ (ডিসে. '১২) অর্থ বছর পর্যন্ত বছরওয়ারি পাটজাত পণ্যের উৎপাদনের তথ্য নিম্নে দেয়া হলোঃ

সারণি ৮.২৫: বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটকলসমূহের পাটজাত পণ্যের উৎপাদনের বিবরণীঃ

('০০০' মেঃ টন)

বৎসর	হেসিয়ান	স্যাকিং	সি বি সি	অন্যান্য	মোট
২০০০-০১	৬৭.৬	১৪০.৬	২৫.৯	৭.৮	২৪১.৯
২০০১-০২	৫০.৩৮	১২২.৩২	২১.২৭	৪.২৯	১৯৮.২৬
২০০২-০৩	৪৮.৭২	১২৫.৫৪	২০.৫০	৪.৯৭	১৯৯.৭৩
২০০৩-০৪	৪২.১৭	১১২.৬৬	১৯.১৩	৫.৭৭	১৭৯.৭৩
২০০৪-০৫	২৮.০৬	৭৩.১১	১২.৫৭	৭.৫৭	১২১.৩১
২০০৫-০৬	৩১.৯৭	৯১.৩৯	১৫.০৩	৬.৪৩	১৪৪.৮২
২০০৬-০৭	১৭.৯৩	৭২.১১	১০.০৫	৪.৬৮	১০৪.৭৭
২০০৭-০৮	২৪.৬০	৮২.৪৮	৯.৭০	৫.৭৬	১২২.৫৪
২০০৮-০৯	১৯.৭৮	৮০.৬০	৫.৯০	১.৬১	১০৭.৮৯
২০০৯-১০	২৫.৩০	১০১.৭৩	৯.৮৭	৩.৬৫	১৪৩.৬৩
২০১০-১১	৩২.২৪	১১১.৪৭	১১.৯৭	১০.৫৯	১৬৬.২৭
২০১১-১২	৩৫.০১	১১৯.৯২	১০.৩৬	১১.১১	১৭৬.৪০
২০১২-১৩ (ডিসে. '১২)	১৭.৭৫	৬৪.৯৪	৩.২২	৭.১১	৯৩.০২

উৎসঃ বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন (বিজেএমসি), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

বিজেএমসি কর্তৃক পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ

২০০০-০১ সাল হতে ২০১২-১৩ (ডিসে. '১২) পর্যন্ত বিজেএমসি কর্তৃক পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয় নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.২৬: বিজেএমসি কর্তৃক পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয়ঃ

(পরিমাণ '০০০' মে. টন)

অর্থ বছর	হেসিয়ান	স্যাকিং	সিবিসি	অন্যান্য	মোট	মোট মুল্য (লক্ষ টাকায়)
২০০০-০১	৬১.৫০	১৩০.৪০	২৫.৭০	৫.৬০	২২৩.২০	৫৯,৯৫৭.০০
২০০১-০২	৬০.৯১	৯৪.৬৩	১৯.৯৩	১.৮৪	১৭৭.৩১	৫৩,৬৭৬.০০

অর্থ বছর	হেসিয়ান	স্যাকিং	সিবিসি	অন্যান্য	মোট	মোট মুল্য (লক্ষ টাকায়)
২০০২-০৩	৪২.০৬	১০০.৫০	২১.০৮	১.৯২	১৬৫.৫৬	৫১,৯৭১.০০
২০০৩-০৪	৪৫.৮৪	৭১.৩৮	১৯.০৩	৩.৫৮	১৩৯.৮৩	৪৪,০৫৩.০০
২০০৪-০৫	২৯.৭১	৭৬.৮৯	১২.৩১	৪.৪১	১২৩.৩২	৩৯,৬১৭.০০
২০০৫-০৬	২৬.৮৫	৮৪.৪৪	১৩.১৪	৫.১০	১২৯.৫৩	৫০,৮২৫.০০
২০০৬-০৭	২১.৮৫	৫৯.৯৭	৯.৬২	৪.২৫	৯৫.৬৯	৪১,০২৮.০০
২০০৭-০৮	২৩.৭৮	৬৩.৯০	৮.৫৪	৩.৮৭	১০০.০৯	৪৭,২০৩.০০
২০০৮-০৯	১৮.৫৫	৬৩.৯০	৪.৯৮	১.৯৬	৮৯.৩৯	৪৩,৩১৮.০০
২০০৯-১০	২৩.২০	৬৯.৩৫	৮.২২	৫.৪৪	১০৬.২১	৬৫,৪০৯.০০
২০১০-১১	২০.৯৪	৮৪.১১	৬.৫০	৬.৩০	১১৭.৮৬	৯৪,৩৪২.০০
২০১১-১২	২১.৭২	৯৩.২৭	৩.৮৯	৭.৮৯	১২৬.৭৭	১০৫,৯৫৩.০০
২০১২-১৩ (ডিসে. '১২)	১১.৪৫	৬২.৪৫	২.৪১	৫.৩৬	৮১.৬৭	৬৩,৯৫০.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন (বিজেএমসি), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

বিজেএমসি মিল কর্তৃক পাটজাত পণ্যের স্থানীয় বিক্রয় :

২০০০-০১ সাল হতে ২০১২-১৩ (ডিসে. '১২) সাল পর্যন্ত বিজেএমসি মিল কর্তৃক স্থানীয় পাটজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ ও মূল্য নিম্নে দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.২৭: বিজেএমসি মিল কর্তৃক স্থানীয় পাটজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ ও মূল্য

(পরিমাণ '০০০' মেট্রিক টন)

অর্থ বছর	হেসিয়ান	সেকিং	সিবিসি	অন্যান্য	মোট	মোট মুল্য (লক্ষ টাকায়)
২০০০-০১	১.৪০	৩৭.৪০	০.৬০	২.৬০	৪২.০০	৯,৭৭১.০০
২০০১-০২	১.৩০	২৭.৩০	০.৮০	২.৭০	৩২.১০	৮,৩৮৬.০০
২০০২-০৩	০.৯০	২২.৫০	১.৬০	২.৭০	২৭.৭০	৮,৩৬১.০০
২০০৩-০৪	১.৪০	১৮.০০	১.৩০	৩.১০	২৩.৮০	৭,২০৪.০০
২০০৪-০৫	১.৪০	২১.৯০	১.২০	৮.০০	২৮.৫০	৮,২১৪.০০
২০০৫-০৬	১.০০	১২.৬০	০.৮০	১.৯০	১৬.৩০	৬,২৮৯.০০
২০০৬-০৭	০.৭০	১৪.৯০	১.৬০	০.৭০	১৭.৯০	৬,৪৮৬.০০
২০০৭-০৮	০.৫৫	১৮.৫১	০.৭৫	০.২৫	২০.০৬	৯,৫৯১.০০
২০০৮-০৯	১.০৬	১৭.০৫	০.৮৯	০.১৪	১৯.২৪	৯,৯১৩.০০
২০০৯-১০	১.৯৬	২৮.২৫	১.৭৫	১.৭৩	৩৩.৬৮	২৭,০৭৬.০০
২০১০-১১	৩.৮৫	১৭.৩৯	১.৮৮	৩.৪৩	২৬.৫৬	৩০,৫২২.০০
২০১১-১২	২.৫৭	৯.৬০	১.৪৩৫	৩.১৪	১৬.৭১	২০,১২৫.০০
২০১২-২০১৩ (ডিসে. '১২)	১.১৭	১১.১২	০.৬৩	০.৯৩	১৩.৮৫	১৪,৭২৬.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন (বিজেএমসি), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে কার্যক্রম

বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান পূর্বক "www.bjmc.gov.bd" নামে একটি ওয়েব সাইট চালু করা হয়েছে। মিলসমূহে ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

মিলসমূহে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃক্ষ রোপণ এবং পুকুর যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পরিবেশ বান্ধব পাটজাত সামগ্রী উৎপাদনের প্রচেষ্টাও হাতে নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন (বিজেএমএ)

বর্তমানে বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন (বিজেএমএ) এর অধীনে মোট সদস্য মিলের সংখ্যা ১২৪টি (৩৮টি বেসরকারীকরণকৃত ও ৮৬টি নতুন স্থাপিত মিল)। নতুন স্থাপিত ৮৬টি মিলসমূহের মধ্যে ৬৭টি কম্পোজিট মিল, ৪টি কার্পেট মিল ও ১৫টি অপ্রচলিত পাটপণ্য উৎপাদনকারী মিল রয়েছে। বি-রাষ্ট্রীকৃত ৩৮টি মিলের মধ্যে বর্তমানে ১২টি চালু, ১৫টি আংশিক চালু এবং ১১টি মিল বন্ধ রয়েছে। অবমিষ্ট ৮৬টি মিলের মধ্যে ৭টি মিল বন্ধ ও বাকিগুলো চালু রয়েছে। বিজেএমএ এর সদস্য মিলসমূহের কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হলোঃ

সারণি ৮.২৮: বিজেএমএ এর সদস্য মিলের ২০০১-০২ থেকে ২০১২-১৩ (জানুয়ারী '১৩ পর্যন্ত) সালের উৎপাদন

(মেট্রিক টন)

অর্থ বছর	হেসিয়ান	স্যাকিং	সিবিসি	ইয়ার্ণ/টোয়াইন	অন্যান্য	মোট
২০০১-০২	১৬,২২১	৩৫,৫৮৩	৫,৯৫৫	১২,৮০৬	১,১২৭	৭১,৬৯২
২০০২-০৩	১৬,৮৫৯	৪৭,৯২৫	৫,৭১০	১৩,৪৯৪	৮৯৪	৮৪,৮৮২
২০০৩-০৪	১৬,৩৩৬	৬২,৪৮২	৬,০৪৪	১২,৭৪১	২,৯৪৩	১০০,৫৪৬
২০০৪-০৫	১৭,২১০	৫৭,১২৬	৩,৯৮৬	২০,০৮২	২,৪৩৯	১০০,৮৪৩
২০০৫-০৬	২০,৯৩৬	৬৯,৭১৫	৮,৮২৮	২০,২৫৩	১,৩২৬	১২,১০৫৮
২০০৬-০৭	২২,১৩৯	৭৩,১০০	৮,২২৭	৩৯,৬৪৭	২,৪০০	১৪৫,৫১৩
২০০৭-০৮	২৩,৮৯২	৯০,৭৩৩	৯,০৫৭	৪০,৩৩৯	২,২৪৪	১৬৬,২৬৫
২০০৮-০৯	২০,৭১৩	৯৯,৯৭৪	৫,১৪৯	৪০,৬৭১	২,৩২৫	১৬৮,৮৩২
২০০৯-১০	১৭,০২৯	৮৭,২৪০	৪,৫৬১	৪২,৮৮১	৪,৮৩৩	৭৫,২৯৪
২০১০-১১	১৭,১৫৭	৮০,৮৪৬	৪,০২১	২৯,৮৭৮	৫,৮৬৪	১৩৭,৭৬৬
২০১১-১২	১০,৫২৭	১০৭,২২২	৫,৪০৩	১৯,২৫৫	৮,৫৬৫	৮৪,২৩৪
২০১২-১৩ (জানুয়ারী '১২)	১০,৫৮৫	৬২,৭২৯	২,৩১০	৩৬,০৪৭	১,৯৯৬	১১৩,৬৬৭

উৎসঃ বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন (বিজেএমএ), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

সারণি ৮.২৯: বিজেএমএ এর সদস্য মিলসমূহের উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয়

বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ (মেট্রিক টন)							রপ্তানি আয় (লক্ষ টাকা)
অর্থ বছর	হেসিয়ান	সেকিং	সিবিসি	ইয়ার্ণ/ টোয়াইন	অন্যান্য	মোট	
২০০১-০২	১৪,০১৮	১১,৩৯৩	৫,৪২৬	৯,০২৯	৯৫	৩৯,৯৬১	১৩,৬২৫.০০
২০০২-০৩	১৩,৭৮২	১৩,৭৫০	৫,৩০০	৬,৯০২	৪৪	৩৯,৭৭৮	১৪,১৩৭.০০
২০০৩-০৪	১৪,৬৩৫	১৮,৯৭৫	৫,৬৬৬	১০,৬১৫	২২৯৩	৫২,১৮৪	১৭,৯১৮.০০
২০০৪-০৫	১৫,০৮০	১৪,৩১৩	৩,৪০৬	২০,২৬৩	২৩০৮	৪৫,৩৭০	১৯,২২৪.০০
২০০৫-০৬	২৯,৩৯২	৩৩,৬৫৯	৭,৯১২	১৪,১০৪	১০	৮৫,০৭৭	৪০,১৩১.০০
২০০৬-০৭	১৪,৬০৮	৪০,৭৮৬	৮,০১২	২৬,৯১৭	১,০১৯	৯১,৩৪২	৪৪,৭৯৬.০০
২০০৭-০৮	১৯,০৫৫	৫০,০৪৬	৭,৪১১	৩১,৮৭৬	১,১৮৮	১০৯,৫৭৬	৫৪,২৩৯.০০
২০০৮-০৯	১২,৬৮৮	৫০,৫৭৫	৪,১০৪	১৯,৫০০	৭৭৫	৮৭,৬৪২	৪৬,৫২২.০০
২০০৯-১০	১৩,৮৩৫	৫৫,২৬৩	৪,৪৫৪	৩৯,৫১৮	৫৩৪	১১৩,৬০৪	৭৪,৬১৪.০০
২০১০-১১	১৪,৪২৩	৪৬,০০২	৩,৬৭১	১৪,১৪২	৩,৯৪০	৮২,১৭৮	৬৮,১৫২.০০

বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ (মেট্রিক টন)							রপ্তানি আয় (লক্ষ টাকা)
অর্থ বছর	হেসিয়ান	সেকিং	সিবিসি	ইয়ার্ণ/ টোয়াইন	অন্যান্য	মোট	
২০১১-১২	১,৩৮৩৫	৬১,৩২৫	২,২৩৯	১৪,১৩৬	৮৪৬	৫৬,৪৯২	৯১,৯৭৬.০০
২০১২-১৩ (জানুয়ারী '১৩)	১০,৩৩০	৩৮,৬৯২	১,৮৬৬	২৭,৩৩১	৮৬৬	৭৯,০৮৫	৬৩,০৫১.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন (বিজেএমএ), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন (বিজেএসএ)

বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশনের আওতায় মোট ৯২টি পাট সূতাকল রয়েছে। এ সকল মিলসমূহ মোটা, মধ্যম ও মিহী কোয়ালিটি জুট ইয়ার্ণ/টোয়াইন তৈরী করে। মিলগুলোর মোট স্পিন্ডেল সংখ্যা ২,১৭,৭৯২ টি এবং বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৮,২৫,০০০ মেট্রিক টন। এ সব মিলে ৬৫,০০০ কর্মকর্তা / কর্মচারী / শ্রমিক নিয়োজিত আছে। ২০০০-০১ থেকে ২০১২-১৩ (ফেব্রু. '১৩) সালের উৎপাদিত সূতার পরিমাণ, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্য নিম্নে দেয়া হলোঃ

সারণি ৮.৩০: বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশনের আওতায় উৎপাদিত সূতার পরিমাণ, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্য

অর্থ বছর	উৎপাদন (মেঃ টন)	রপ্তানি (মেঃ টন)	রপ্তানী মূল্য (লক্ষ টাকা)
২০০০-০১	১,৭৪,১৭৯.০০	১,৬০,৯১৭	৪৬,৯৮০
২০০১-০২	২,০৫,১৫৭.০০	১,৮৩,৬২৬	৫৫,৭৭০
২০০২-০৩	২,০৩,৭৪৬.০০	১,৮৯,৬৭৯	৫৮,৩৮৫
২০০৩-০৪	২,৫৬,৫২৩.০০	২,১৯,৩৩৪	৬২,৪৮১
২০০৪-০৫	২,৬২,১৪১.০০	২,৫১,৮৩২	৯,৫,৫৮৮
২০০৫-০৬	২,৮৮,৪৬৬.০০	২,৬১,৪৩৭	১,১৬,১৮৫
২০০৬-০৭	৩,১২,৬৯১.০০	২,৮৫,৪৯৯	১,৩৩,৫১৯
২০০৭-০৮	৩,৩৮,৭২১.৮১	৩,৩৭,৪৮২	১,৫৮,১৬২
২০০৮-০৯	৩,১৫,৮৯০.০০	৩,০৪,০৫৬	১,৪৭,৯৯৩
২০০৯-১০	৩,৯৮,৫৩৩.০০	৩,৮০,৩৩৫	২,৫৪,৮৭৩
২০১০-১১	৪,২২,০৫২.০০	৩,৯৪,৩৮৯	৩,৩৯,৬১৭
২০১১-১২	৪,৮০,৬০৮.০০	৪,৫৮,২১০	৩,৩৬,৭০২
২০১২-১৩ (ফেব্রু.' ১৩)	২,৭৮,২২০.০০	২,৬৮,০০০	১,৭১,৫২০

উৎসঃ বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন (বিজেএসএ), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)

উচ্চমূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটপণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনের জন্য আর্থিক অনুদানসহ প্রযুক্তিগত ও বিভিন্ন সেবামূলক সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০০২ সালে "জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার" (জেডিপিসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। জেডিপিসির সুপারিশ ও আর্থিক সহায়তায় ইতোমধ্যে ১২টি মাঝারি শিল্প স্থাপিত হয়েছে এবং 'স্মল স্কেল এন্ট্রিপ্রেন্যরশীপ ডেভেলপমেন্ট ইন ডাইভারসিফাইড জুট প্রডাক্টস' প্রকল্পের আওতায় সিএফসি প্রদত্ত ঋণ অংশের ৫৬২.০০ লক্ষ টাকায় আরও ১৮টি ছোট ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হচ্ছে যাদের অনেকে ইতোমধ্যে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, সিএফসি'র অর্থায়নে জেডিপিসি'র আওতাধীন 'স্মল স্কেল এন্ট্রিপ্রেন্যরশীপ ডেভেলপমেন্ট ইন ডাইভারসিফাইড জুট প্রডাক্টস' প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। জানুয়ারি ২০০৮-১২ পর্যন্ত ৫ বছরে ২৫টি মাঝারি শিল্প, ১০০টি ক্ষুদ্র ও ৬০০টি কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য কর্মসূচি রয়েছে।

জানুয়ারি ২০১০ সাল থেকে জেডিপিসি রাস্তা ও নদীর ক্ষয়রোধ এবং পাহাড় ধ্বসরোধে পরিবেশবান্ধব জুট জিও-টেক্সটাইল ব্যবহার সংক্রান্ত একটি মাল্টি কান্ট্রি গবেষণা প্রকল্প (Development & Application of Potentially Important Jute Geo-textiles (CFC/IJSG/21) বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশে মোট ১০টি ফিল্ড ট্রায়ালে জিও জুট ব্যবহৃত হচেছ। মাটির প্রকারভেদে জুট জিও-টেক্সটাইলস এর ব্যবহার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। পাঁচ বছরে এ প্রকল্পে ব্যয় হবে ৭ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা যার মধ্যে সিএফসি প্রদত্ত অনুদান ৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকা।

সারণি ৮.৩১: জেডিপিসি'র ২য় পর্যায়ের ক্রমপুঞ্জিত কার্যক্রম

ক্রঃ নং	কার্যাবলী	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
১	সচেতনতা কর্মশালা	৪ টি	২ টি	১ টি	৭ টি
২	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৩ টি	১ টি	১০ টি	১৪ টি
৩	উচ্চ দক্ষতা প্রশিক্ষণ	২ টি	২ টি	-	৬ টি
৪	বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার সমীক্ষাপূর্বক সম্প্রঃ ও সম্ভাব্যতা যাচাই	-	-	-	২ টি
৫	বহুমুখী পাটপণ্যের মেলার আয়োজন ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা	২ টি	৩ টি	৬ টি	৩ টি
৬	স্থানীয়ভাবে অন্যান্য সংস্থার আয়োজিত বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ	৪ টি	১ টি	৪ টি	৫ টি
৭	ডিজাইন ওয়ার্কশপ	২ টি	-	২ টি	৬ টি
৮	ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা	১৫ টি	২৭ টি	২৭ টি	২৫ টি
৯	মার্কেটিং এর ওপর প্রশিক্ষণ	২ টি	১ টি	১ টি	৫ টি
১০	ডাইয়িং এন্ড ফিনিশিং এর প্রশিক্ষণ	২ টি	১ টি	৪ টি	২ টি
১১	পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১ টি	-	-	২ টি
১২	পণ্যের উৎপাদন খরচ/মূল্য নির্ধারণ প্রশিক্ষণ	-	-	১ টি	৩ টি
১৩	ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন	৫টি	৩ টি	১ টি	২ টি
১৪	উদ্যোক্তা সনাক্ত/চিহ্নিতকরণ (জেইএসসিসহ)	৭০ জন	১৩২ জন	১৪৫ জন	৪৮৮ জন
১৫	উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান (জেইএসসিসহ)	৮০ জন	১২৭ জন	১৬৫ জন	৪৩০ জন

উৎসঃ জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের অধীনস্থ কার্যক্রম সমাপ্তির পর প্রকল্পটি ২০১৩ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সিএফসি'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে।

শিল্প ঋণ

কৃষি-নির্ভর উন্নয়নশীল দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্খিত গতিশীলতা অর্জনে দ্রুত শিল্পায়ন অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত থাকার ফলে দেশে শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে । ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর হতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-৮.৩২ এ দেখানো হলো।

সারণি-৮.৩২: শিল্প ঋণের বছরভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
১৯৯৫-৯৬	৩৬৭৫.৬৯	১২৩০.৪৪	৪৯০৬.১৩	৩৪০২.৮৮	৫১৯.৬৯	৩৯২২.৫৭
১৯৯৬-৯৭	৬৯৭৯.৭৫	১২০০.০০	৮১৭৯.৭৫	৫৬৯২.৭০	৮৮৭.১৯	৬৫৭৯.৮৯
১৯৯৭-৯৮	৬৫৯১.০৩	১১২০.৩৪	৭৭১১.৩৭	৫৪০৯.৭২	৮৫৯.৪৩	৬২৬৯.১৫
১৯৯৮-৯৯	৭৯০৫.৪৮	১৩৩০.১০	৯২৩৫.৫৯	৫২৮১.৬৫	১০৯৩.৩১	৬৩৭৪.৯৬
১৯৯৯-০০	১০৬৮১.৭৪	১৬২৭.২৬	১২৩০৯.০০	৭২০০.১৩	১৬৫৩.৩৪	৮৮৫৩.৪৭
২০০০-০১	১৩৬৮২.৩৯	৩০৫৭.০৭	১৬৪৩৯.৪৬	৯৭৭৭.৪৭	২৭৯৫.১০	১২৫৭২.৫৭
২০০১-০২	১৩৭৬৫.১২	৩৫০৫.১৫	১৭২৭০.২৭	৯৬৩৮.৩৪	৩২১২.৯৭	১২৮৫১.৩১
২০০২-০৩	১৫৬৭১.৪৬	৩৯৬১.৯৯	১৯৬৩৩.৪৫	১২২৮৩.২১	৩৮৩৫.১২	১৬১১৮.৩৩
২০০৩-০৪	১৮৭০৩.১০	৬৬৭৫.৯৯	২৫৩৭৯.০৯	১৫৪৩৫.০০	৪৯৬৩.৪৪	২০৩৯৮.৪৪
২০০৪-০৫	২২১৭৫.৭৮	৮৭০৪.৫২	৩০৮৮০.৩০	১৮১৮৯.৬৫	৮৫৪৬.৯৮	২৬৭৩৬.৬৩
২০০৫-০৬	২৮৪৪৮.৫৩	৯৬৫০.০২	৩৮০৯৮.৫৫	২২৯৭৫.৯৫	৬৭৫৯.৫২	২৯৭৩৫.৪৭
২০০৬-০৭	৩১৬৫১.৩২	১২৩৯৪.৭৮	৪৪০৪৬.১০	২৩৭৯০.৫৪	৯০৬৮.৪৫	৩২৮৫৮.৯৯
২০০৭-২০০৮	৩৯৯৬৩.৪৯	২০১৫০.৮২	৬০১১৪.৩১	২৮৮৪৯.৬০	১৩৬২৪.২০	৪২৪৭৩.৮০
২০০৮-২০০৯	৪৫০২৮.২৮	১৯৯৭২.৬৯	৬৫০০০.৯৭	৩৬৫৯৭.৮৯	১৬৩০২.৪৮	৫২৯০০.৩৭
২০০৯-২০১০	৫৯১৭১.৯৫	২৫৮৭৫.৬৬	৮৫০৪৭.৬১	৪৫২৩১.৭৫	১৮৯৮২.৭০	৬৪২১৪.৪৫
২০১০-২০১১	৭১৩০০.৩৫	৩২১৬৩.২০	১০৩৪৬৩.৫৫	৫৬৬৯৪.৯৯	২৫০১৫.৮৯	৮১৭১০.৮৮
২০১১-২০১২	৭৬৬৭৪.৯৮	৩৫২৭৮.১	১১১৯৫৩.০৮	৬৪৪০০.২৭	৩০২৩৬.৭৪	৯৪৬৩৭.০১
২০১২-২০১৩*	৪৯৬২৯.১৯	২১৯৫৩.৮০	৭১৫৮২.৯৯	৩৯৮০৮.৯৬	১৭৪৮৯.৫৩	৫৭২৯৮.৪৯

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * জুলাই-ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত।

১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর হতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতির পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর ব্যতীত এসময়ে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত শিল্প খাতে বিতরণ ও আদায়কৃত ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭১,৫৮২.৯৯ কোটি টাকা ও ৫৭,২৯৮.৪৯ কোটি টাকা। বিতরণকৃত ও আদায়কৃত শিল্প ঋণের এ সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করার পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও উচ্চতর মাত্রা নিশ্চিত করতে মুখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায় ।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাঃ

দেশের দ্রুত আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দ্রুত শিল্প খাতের বিকাশ এর লক্ষ্যে সরকার ১৯৭৮ সালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৮০ সালে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি এ্যাক্ট-১৯৮০ পাস করা হয়। উক্ত এ্যাক্ট এ বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষকে সরকারি খাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইপিজেড প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন ও পরিচালনার কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। তখন থেকেই বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ শিল্প স্থাপনায় তাদের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে আসছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮(আট)টি ইপিজেড যথাঃ চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজি ও কর্ণফুলী ইপিজেড রয়েছে । ইপিজেডসমূহে ডিসেম্বর, ২০১২ সাল পর্যন্ত বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ ২,৬০৭.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইপিজেডসমূহের রপ্তানি খুবই উৎসাহব্যঞ্জক এবং বিগত কয়েক বছর ইপিজেডসমূহের রপ্তানী ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া, বহুমূখী পণ্য রপ্তানি তথা রপ্তানি পন্যের বৈচিত্রায়নসহ ইপিজেডসমূহে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে ইপিজেড হতে ৪২১০.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য সামগ্রী রপ্তানি হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ইপিজেড হতে ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর পণ্য সামগ্রী রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত ২২৪০.৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানী হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে ৩,৫০,২৬৩ জন বাংলাদেশী নাগরিকের কর্মসংস্থান হয়েছে, যার প্রায় ৬৪ শতাংশ মহিলা।

ইপিজেডের সাম্প্রতিক বিনিয়োগ ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য

বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ হয়েছে ২,৬০৭.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১১-১২ অর্থ বছরের প্রথম ৬ মাসে প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৮৪.৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরের প্রথম ৬ মাসে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ১৫০.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহ হতে ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ ৩১.৮৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১১-১২ অর্থ বছরের প্রথম ৬ মাসে ইপিজেড হতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২,০২২.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরের প্রথম ৬ মাসে ইপিজেড হতে রপ্তানির পরিমাণ ২,২৪০.৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ের চেয়ে ১০.৭৮ শতাংশ বেশী। গত ২০১১-১২ অর্থ বছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৪.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বছর শেষে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ৪.২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ অর্থ বছর শেষে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি অর্জিত হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করে।

বিনিয়োগকারীদের বর্তমানে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় যে সকল উৎসাহব্যঞ্জক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুবিধাদি নিম্নরূপঃ

ক. আর্থিক সুবিধাদি

১. ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১১ইং পর্যন্ত স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ১০ বৎসরের কর রেয়াত সুবিধা এবং ১ জানুয়ারি, ২০১২ বা তৎপরবর্তীতে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য নিম্নবর্ণিত হারে কর রেয়াত সুবিধাঃ

কর অব্যাহতির মেয়াদ	কর অব্যাহতির হার
প্রথম দুই বছর (প্রথম ও দ্বিতীয় বছর)	১০০%
পরবর্তী দুই বছর (তৃতীয় ও চতুর্থ বছর)	৫০%
পরবর্তী এক বছর (পঞ্চম বছর)	২৫%

২. মূলধনী ঋণের উপর অর্জিত সুদের উপর আয়কর রেয়াত।
৩. শুল্কমুক্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও নির্মাণসামগ্রী আমদানি।
৪. উৎপাদিত পণ্যাদির শুল্কমুক্ত রপ্তানি।
৫. দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সাপেক্ষে দ্বৈতকর রেয়াত।
৬. বিদেশি নাগরিকদের বেতনের উপর ৩ বৎসর পর্যন্ত আয়কর মওকুফ (২২ শে মার্চ ২০০৯ এর পূর্বে অনুমোদনকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য)।
৭. বিদেশি নাগরিকদের শুল্ক রেয়াত প্রাপ্ত সময়ের জন্য লভ্যাংশ শুল্ক পুরোপুরি মওকুফ ।
৮. জি এস পি সুবিধা ।
৯. শুল্ক মুক্ত ২/৩টি গাড়ী আমদানী (২২ শে মার্চ ২০০৯ এর পূর্বে অনুমোদনকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য)

খ. অ -আর্থিক সুবিধাদি

১. একই দিনে আমদানি-রপ্তানি অনুমতি প্রদান করা।
২. বিদেশী নাগরিকদের/বিনিয়োগকারিদের ওয়ার্ক পারমিট বেপজা কর্তৃক প্রদান করা।
৩. ১০০% বৈদেশিক মালিকানাধীন বিনিয়োগের অনুমতি।
৪. মূলধন ও লভ্যাংশ বিনিয়োগকারির দেশে ফেরতযোগ্য।
৫. বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ।
৬. অনাবাসিকদের বৈদেশিক মুদ্রা ডিপোজিট এর অনুমতি (NFCD ACCOUNT).
৭. যৌথ বিনিয়োগ ও সম্পূর্ণ দেশি বিনিয়োগে স্থাপিত শিল্পের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় একাউন্ট পরিচালনার অনুমতি।

গ. **বেপজার অবকাঠামোগত সুবিধা**

১. মূল অবকাঠামোগত সুবিধা যথা: বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, রাস্তাঘাট, টেলিযোগাযোগ ও ই-মেইল ।

২. সকল সুবিধাসহ প্লট (আনুমানিক ২০০০ বর্গমিটার) তৈরি।

৩. ব্যবসা সহায়ক সুবিধা : ব্যাংক, পুলিশ ফাঁড়ি, ফায়ার ষ্টেশন, পোস্ট অফিস, সিএন্ডএফ এজেন্ট, শিপিং এজেন্ট ইত্যাদি।

৪. প্রশাসনিক সহায়তা : শপিং সেন্টার, ডে-কেয়ার সেন্টার, কমিশারিয়েট, হেল্থ ক্লাব, মেডিকেল সেন্টার, ক্রীড়া কমপ্লেক্স, বিদেশিদের জন্য বাসস্থান, স্কুল এবং কলেজ, ইনভেস্টরস ক্লাব ইত্যাদি।

৫. ভূমি উন্নয়ন ও কারখানা ভবন তৈরি করে বিনিয়োগকারীদের নিকট ইজারা দেয়া।

বেপজার অর্জিত সাফল্য

০১। ইপিজেডসমূহে ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত ৪১২ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেড এ ১৭০টি, ঢাকা ইপিজেড এ ১০২টি, কুমিল্লা ইপিজেড এ ৩২টি, উত্তরা ইপিজেড এ ০৯টি, মংলা ইপিজেড এ ১৬টি, ঈশ্বরদী ইপিজেড এ ০৯টি, কর্ণফুলী ইপিজেডে ৩৮টি এবং আদমজী ইপিজেড এ ৩৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে। বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও রপ্তানী সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নের সারণিসমূহে উপস্থাপন করা হলঃ

সারণি-৮.৩৩: ইপিজেড ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানী ও কর্মসংস্থান সম্পর্কিত তথ্য

ইপিজেডসমূহের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		বিনিয়োগ (ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত) (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রপ্তানী (ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত) (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত) (জন)
	উৎপাদনরত	বাস্তবায়নাধীন			
চট্টগ্রাম ইপিজেড	১৭০	১০	১০৩৩.৬১৯	১৬,০৫৩.৭৭	১,৭৮,৮৮৯
ঢাকা ইপিজেড	১০২	১১	৮৮৮.৪৫৮	১৩,৩৯৫.৯৯	৮৬,৮৭৩
আদমজী ইপিজেড	৩৬	২৭	১৭৯.৪১২	৬৮৩.৪৭	২৫,৪৭০
কুমিল্লা ইপিজেড	৩২	৩১	১৬৩.০২৪	৭৯৯.০০	১৩,৪২৮
কর্ণফুলী ইপিজেড	৩৮	১৯	২৩৬.২৭৭	৬৪৭.৬৮	৩০,৭৯৩
ঈশ্বরদী ইপিজেড	৯	২০	৭০.১৪৫	১১২.৪৩	৫,৩৪২
মংলা ইপিজেড	১৬	১৪	৬.২৫৯	১৫৯.৭৬	১,৫৫১
উত্তরা ইপিজেড	০৯	০৯	৩০.১৩২	৩৪.৪৬	৭,৯১৭
মোট	**৪১২**	**১৪১**	**২,৬০৭.৩৩০**	**৩১,৮৮৬.৫৬**	**৩, ৫০,২৬৩**

উৎসঃ বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (বেপজা) ।

সারণি-৮.৩৪: ইপিজেডসমুহে পণ্য ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

ক্রমিক নং-	উৎপাদিত পণ্যের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিনিয়োগ (ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত) (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত) (জন)
১.	পোষাক শিল্প	১০৩	৮৬২.০২৩	২,০৬,৩৫৬
২.	টেক্সটাইল	৪০	৪৯১.১১০	২২,৯২৫
৩.	জুতা ও চামড়াজাত শিল্প	২৬	১৫২.২৭১	২০,৬৯৩
৪.	নীট গার্মেন্টস্ ও অন্যান্য বস্ত্র শিল্প	৪১	২১১.৬১৬	৩৪,৮৪৮
৫.	গার্মেন্টস্ এ্যাক্সেসরিজ	৭১	৩০৯.০২৪	১৭,২৬৩
৬.	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স	১৬	১০৭.৬৫৭	৩,৭৭০
৭.	তাবু	৯	৫৩.৭৫৯	৭,৮০২
৮.	টুপি	৫	৫০.৭২০	৭,৬১৩
৯.	টেরি টাওয়েল	১৮	৬৬.৪৯৭	৮,০৫৮
১০.	ধাতব শিল্প	১৩	৩১.২০৫	১,২৫১
১১.	প্লাস্টিক দ্রব্য	১০	২৭.৮০৮	১,০৩৪
১২.	মোড়ক সামগ্রী	২	১.৩১৬	৯৭

ক্রমিক নং-	উৎপাদিত পণ্যের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিনিয়োগ (ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত) (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত) (জন)
১৩.	ফিশিং রীল ও গলফ শ্যাফ্ট	১	৩২.৫০৫	৭০৫
১৪.	রশি	২	৬.৪৭৬	৫৬৯
১৫.	সেবা খাত	৭	৩৪.১১২	৯৪৩
১৬.	কৃষিজাত শিল্প	৯	২.৯৩৯	৩২৬
১৭.	আসবাবপত্র	৩	২৯.৩২৯	২,৪১৩
১৮.	বিদ্যুৎ শিল্প	২	৬৩.৫৯৩	৯৯
১৯.	কেমিক্যাল শিল্প	৫	৩.৩৭৭	৬২
২০.	খেলার সামগ্রী	১	১.২৭১	৩৮৮
২১.	বিবিধ	২৮	৬৫.১১৩	১৩,০৪৮
	সর্বমোট	৪১২	২,৬০৭.৩৩০	৩,৫০,২৬৩

উৎসঃ বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (বেপজা) ।

সারণি-৮.৩৫: ঢাকা, চট্টগ্রাম, মংলা, কুমিল্লা, উত্তরা, ঈশ্বরদী, কর্ণফুলী ও আদমজী ইপিজেডে বার্ষিক বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ইপিজেড		২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	২০০৫-২০০৬	২০০৬-২০০৭	২০০৭-২০০৮	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩ (ডিসে, ১২)
ঢাকা	বিনিয়োগ	৫৯.১৪	৪৯.৩৬	৫১.৩৫	৬১.৫৭	৮৭.৪৬	১১০.৩৪	৩০.৩৯	৬৪.৩৮	৭২.৩৮	৭৭.১৭	২৫.৩৬
	রপ্তানি	৫৫৪.৭৯	৬৬৭.৬০	৭৫৭.৭৩	৯১৮.৩০	১০৩৩.০৩	১১৪৬.৫০	১১৯০.৩৬	১২১৬.৪৯	১৫২১.৭৮	১৬১৪.৪৫	৮১১.৫৪৫
চট্টগ্রাম	বিনিয়োগ	৪২.১৪	৫৫.৪৩	৪৫.৩১	৩৫.৯৫	৩২.৬২	১২৬.৪৬	৪৭.২২	৫৭.৫২	৮৫.৮৪	১০১.৭৪	৭৩.৩৯
	রপ্তানি	৬৪১.২৮	৬৭৯.০১	৭৭২.৩৯	৮৭৩.০৩	৯৭১.৫৪	১১১৭.১৭	১১৮৮.১৫	১৩৩৩.৫৩	১৬৬৬.৮৮	১৮৮৩.৮১	৯৯১.১৬৪
মংলা	বিনিয়োগ	০.১১	০.৮০	১.৪৯	০	০.৪৩	২.০৩	০.৯৬	০.০১	০.৭৭	০.০৮	১.০৪
	রপ্তানি	৩.০০	৩.১১	৭.৮৩	৭.০৯	১.৩১	৮.২৬	৭.০৬	৭.২৯	২৭.৯৩	৫৪.২৪	৩১.০০
কুমিল্লা	বিনিয়োগ	১.০৫	৯.০৩	১৯.০১	১০.৬২	২১.০২	৯.৭২	৮.২০	২০.৪৪	৩৬.২৬	২০.০৭	৬.৩৯
	রপ্তানি	১.১৫	৪.১০	৯.৬৬	৩৪.৯৯	৪৬.০১	১৩১.৩৮	৯৫.৮৫	৯৫.৩৪	১৪৫.৪৬	১৪৮.৩৬	৮৬.৬৯
উত্তরা	বিনিয়োগ	০.২০	০.৪২	০.৭২	০.০০	১.২৪	০.১৫	০.১৭	১.৬৯	১১.৯৮	৫.৯৭	৭.৪৩
	রপ্তানি	-	-	-	০.০০	০.০৮	০.০৯৫	০.২৪	১.৯০	৬.৭৭	১৬.০৩	৯.৩৬
ঈশ্বরদী	বিনিয়োগ	০.৫০	-	০.০৫	০.৭৬	০.০০	১.৪৩	১৪.০৪	১২.২১	২১.৪০	১৭.৮৫	২.৪১
	রপ্তানি	-	-	১.০৯	২.৫৪	২.২৩	১.২১	০.৭৯	৭.৫৪	২৫.৯৬	৪১.৫৩	২৯.৫৪
আদমজী	বিনিয়োগ	-	-	-	৪.০০	৭.৬৮	৩৩.৭১	২১.০৭	২৬.১৭	৩৭.০৫	৩৪.৫৫	১৫.১৯
	রপ্তানি	-	-	-	০.২৩	৯.৪৭	১৫.১০	৬০.১৩	১০৩.৬৫	১৬৪.৬৮	২০৭.৩২	১২২.৮৯
কর্ণফুলী	বিনিয়োগ	-	-	-	-	১.৯১	১৮.৩৪	২৭.৯০	৩৯.৫৮	৪৭.৫৬	৮১.৮৩	১৯.১৬
	রপ্তানি	-	-	-	-	০.০০	৯.৮৬	৩৯.১৩	৫৬.৮১	১৩৮.১৬	২৪৫.০৫	১৫৮.৬৭

উৎসঃ বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (বেপজা) ।

এ যাবৎ ইপিজেডসমূহে জাপান, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, চীন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানীসহ প্রায় ৩৭টি দেশ বিনিয়োগ করেছে।

২০১২-১৩ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে পুঞ্জিভূত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২,৬০৭.৩৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেড এ ১,০৩৩.৬১৯ মিলিয়ন, ঢাকা ইপিজেড এ ৮৮৮.৪৫৮ মিলিয়ন, মংলা ইপিজেড এ ৬.২৫৯ মিলিয়ন, কুমিল্লা ইপিজেড এ ১৬৩.০২৪ মিলিয়ন, উত্তরা ইপিজেড এ ৩০.১৩২ মিলিয়ন, ঈশ্বরর্দী ইপিজেড এ ৭০.১৪৫ মিলিয়ন, কর্ণফুলী ইপিজেড এ ২৩৬.২৭৭ মিলিয়ন ও আদমজি ইপিজেড এ ১৭৯.৪১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ।

২০১২-১৩ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহ থেকে প্রায় ৩১,৮৮৬.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেড থেকে ১৬,০৫৩.৭৭ মিলিয়ন, ঢাকা ইপিজেড থেকে ১৩,৩৯৫.৯৯ মিলিয়ন, মংলা ইপিজেড থেকে ১৫৯.৭৬ মিলিয়ন, কুমিল্লা ইপিজেড থেকে ৭৯৯.০০ মিলিয়ন, ঈশ্বরদী ইপিজেড থেকে ১১২.৪৩ মিলিয়ন, উত্তরা ইপিজেডে ৩৪.৪৬ মিলিয়ন, আদমজী ইপিজেড ৬৮৩.৪৭ মিলিয়ন এবং কর্ণফুলী ইপিজেডে ৬৪৭.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে ৩, ৫০,২৬৩ জন বাংলাদেশী নাগরিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেড এ ১,৭৮,৮৮৯ জন, ঢাকা ইপিজেড এ ৮৬,৮৭৩ জন, মংলা ইপিজেড এ ১,৫৫১ জন, কুমিল্লা ইপিজেড এ ১৩,৪২৮ জন, উত্তরা ইপিজেড এ ৭,৯১৭ জন, ঈশ্বরদী ইপিজেড এ ৫,৩৪২ জন, আদমজী ইপিজেড এ ২৫,৪৭০ জন এবং কর্ণফুলী ইপিজেড এ ৩০,৭৯৩ জন বাংলাদেশী নাগরিক কর্মরত রয়েছে। মহিলাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও বেপজা বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, রপ্তানি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ব্যতীত দেশের পশ্চাদসংযোগ শিল্প ও সহায়ক শিল্পে বিশেষ অবদান রাখছে। যেমন ইপিজেডে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বাইরে অবস্থিত শিল্প হতে কাঁচামাল সংগ্রহ করছে তেমনি বাইরে অবস্থিত ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহে ইপিজেডের অভ্যন্তরে উৎপাদিত বিভিন্ন কাঁচামাল সরবরাহ করছে। ফলে পশ্চাৎসংযোগ শিল্প স্থাপন ও অনগ্রসর শিল্পে সহায়তা উভয় ক্ষেত্রেই ইপিজেডসমূহ অবদান রাখছে।

দেশের ইপিজেডসমূহ রপ্তানি বহুমূখীকরণে ও বৈচিত্রায়ণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বতর্মানে দেশের ইপিজেডসমূহে ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য, গাড়ীর যন্ত্রাংশ(নিশান, টয়োটা,হিনো গাড়ীর), মোবাইল ফোনের যন্ত্রাংশ, ক্যামেরা লেন্স ও পার্টস, বিদ্যুৎ, বাইসাইকেল, ব্যাটারি, গলফ শ্যাফট, জুতা ও জুতার এক্সসোরিজ, টেক্সটাইল, এনার্জি সেভিং বাল্ব, আসবাবপত্র, তাঁবু, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, কসমেটিকস ও হলিউড মাস্ক, পোশাক, উইগ ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে।

দেশের শিল্পোন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা আনয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বেপজা ইপিজেডসমূহে নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এ লক্ষ্য অর্জনে কয়েকটি জোনে স্কুল, কলেজ, মেডিক্যাল সেন্টার, ফায়ার ষ্টেশন, পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মহিলা শ্রমিকদের শিশুদের নিরাপত্তার জন্য চট্টগ্রাম ইপিজেড ও ঢাকা ইপিজেড এ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চিকিৎসাকেন্দ্র/ বুথ ও ডে-কেয়ার সেন্টার খোলা হয়েছে এবং অন্যান্য ইপিজেডে এ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ইপিজেড এ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষত বিদেশি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন সময়ে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে বিদেশে প্রেরণ করে থাকে। ফলে ইপিজেড এ কর্মরত পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকরা আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে এবং এতে প্রযুক্তি হস্তান্তর হচেছ।

শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও সুবিধাদি সম্বলিত BEPZA Instruction No.1 and 2 এর পুরোপুরি বাস্তবায়নের ফলে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ও অন্যান্য সুবিধাদি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বেপজা নির্দেশিকার বাইরে শ্রমিকদের ফ্রি লাঞ্চ অথবা খাবার ভাতা, এটেনডেন্স এলাউন্স, যানবাহন ভাতা, নাইট এলাউন্স, উৎপাদন বোনাস, পোষাক পরিচ্ছদ, বিনামূল্যে চিকিৎসা ভাতা , প্রভিডেন্ট ফান্ড, অর্জিত ছুটি নগদায়ন ইত্যাদি সুবিধাদি দেয়া হচ্ছে।

ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিকদের বর্তমান কর্মপরিবেশ ও বেতন ভাতাদি পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক উন্নত। তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি বিবেচনায় নিয়ে গত অক্টোবর ২০১০ মাসে ইপিজেডের শিল্প শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি কাঠামো পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা নভেম্বর ২০১০ হতে কার্যকর হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও

সুবিধাদি প্রদান নিশ্চিতকল্পে বেপজা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশাবলি পুরোপুরি বাস্তবায়নের ফলে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ও অন্যান্য সুবিধাদি ৩২ শতাংশ- ৯৩ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে বিদেশি ক্রেতাগণ সোস্যাল কমপ্লায়্যান্স এর উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে এবং বেপজা ও ইপিজেড এর শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সোস্যাল কমপ্লাইয়্যান্স এর বিভিন্ন শর্তসমূহ মেনে চলার জন্য উৎসাহিত করছে। এতে ইপিজেডে কর্ম পরিবেশ অধিকতর উন্নত হচ্ছে এবং শ্রমিকরা অধিকতর সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন।

বেপজা পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়সমূহে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে। বেপজার ইপিজেডসমূহের অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য শোধনাগার রয়েছে। এছাড়া, চট্টগ্রাম ও ঢাকা ইপিজেডে দুইটি কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার চালু হয়েছে এবং কুমিল্লা ইপিজেডে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার স্থাপন বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

সম্প্রতি লন্ডন ভিত্তিক FDI ম্যাগাজিন The Financial Times এর জরিপে চট্টগ্রাম ইপিজেড বিশ্বের ৭০০ টি ইকোনোমিক জোন এর মধ্যে Cost Effective Zone category-তে তৃতীয় স্থান এবং Best Economic Potential 2010-2011 category-তে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে (FDI ম্যাগাজিন-জুন-জুলাই' ১০ সংস্করণ)।